উপজেলা বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

উপজেলা পরিষদ

ঝিনাইগাতী, শেরপুর।

অর্থ বছর-২০২০-২০২১

নভেম্বর, ২০২০

বার্ষিক পরিকল্পনা ঝিনাইগাতী, শেরপুর।

উপদেষ্টা

জনাব ইঞ্জিনিয়ার এ,কে,এম,ফজলুল হক চাঁন, এম পি

মাননীয় সংসদ সদস্য, ১৪৫,শেরপুর-৩।

সার্বিক সহযোগিতায়

জনাব এস, এম, আব্দুল্লাহেল ওয়ারেজ নাইম

চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, ঝিনাইগাতী, শেরপুর।

জনাব মোঃ মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী

ভাইস চেয়ারম্যান,উপজেলা পরিষদ, ঝিনাইগাতী, শেরপুর।

জনাবা, মোছাঃ লাইলী বেগম

মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান,

উপজেলা পরিষদ, ঝিনাইগাতী, শেরপুর।

সম্পাদনায়

জনাব রুবেল মাহমুদ

উপজেলা নির্বাহী অফিসার

ঝিনাইগাতী, শেরপুর।

কারিগরী সহযোগিতায়

পরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ক কারিগরী দল (টিজিপি), উপজেলা পরিষদ,ঝিনাইগাতী, শেরপুর।

অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহোরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি (ইউসিএফবিপিএলআরএম), উপজেলা পরিষদ, ঝিনাইগাতী, শেরপুর।

জেলা সমন্বয়ক, উপজেলা ইন্টিগ্রেটেড ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট, স্থানীয় সরকার বিভাগ।

ডিজাইন

মোঃ আসাদুজ্জামান

উপজেলা টেকনিশিয়ান

উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়

ঝিনাইগাতী, শেরপুর।

মুদ্রণে

এ-টু- জেড প্রিন্টিং প্রেস , শেরপুর

গ্রন্থস্বত্ব

উপজেলা পরিষদ, ঝিনাইগাতী, শেরপুর।

প্রকাশকাল

জুন, ২০২০

উপজেলা পরিষদ

ঝিনাইগাতী, শেরপুর।

সময়কালঃ ২০২১

বার্ষিক পরিকল্পনা

উপজেলা পরিষদ, ঝিনাইগাতী, শেরপুর।

বাণী

ঝিনাইগাতী উপজেলা পরিষদ বার্ষিক পরিকল্পনা (২০২০-২১)প্রণয়ন করতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ বার্ষিক পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়ন ঝিনাইগাতী উপজেলার অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ পরিবেশ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখার পাশাপাশি উপজেলা পরিষদকে অধিকতর কার্যকর ও গতিশীল করে তুলবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় একটি দক্ষ ও বিজ্ঞানমনস্ক প্রজন্ম গড়ে তুলতে উপজেলা পর্যায়ে সুশাসন নিশ্চিত করতে এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য । একটি ক্ষুধা দারিদ্র্যমুক্ত ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মানে উপজেলা পর্যায়ে এই পরিকল্পনা প্রণয়ন নি:সন্দেহে প্রশংসনীয় উদ্যোগ।

এই বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য ঝিনাইগাতী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসারসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। এ পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়ন এবং ঝিনাইগাতী উপজেলার উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি।

জেলা প্রশাসক
শেরপুর।

বাণী

স্থানীয় সরকার বিভাগের মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন উপজেলা গভর্ন্যান্স প্রজেক্টের সহায়তায় ঝিনাইগাতী উপজেলা পরিষদের বার্ষিকী পরিকল্পনা ২০২০-২১ প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। ইতোমধ্যে প্রকল্পের আওতায় শেরপুর জেলার সকল উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে জাতীয় পরিকল্পনা একাডেমী (এনএপিডি) ও বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট(বিআইএম) এ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে ঝিনাইগাতী উপজেলা পরিষদ বার্ষিকী পরিকল্পনা ২০২০-২১ প্রণয়ন করতে পেরেছে যা পরিষদের সক্ষমতা ও দক্ষতা অর্জনে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে আমি মনে করি। উপজেলা পরিষদকে একটি সেবাধর্মী ও গণতান্ত্রিক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এই প্রকাশনা কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস। উপজেলা গভর্ন্যান্স প্রজেক্টের আওতায় উপজেলা হিসেবে ঝিনাইগাতী উপজেলা পরিষদ প্রকল্পের দিকনির্দেশনা তথা উপজেলা পরিষদ আইন ও বিধিবিধান অনুযায়ী সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রকৃত অর্থে একটি শক্তিশালী স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে সাধারন মানুষের প্রত্যাশা পূরণ করতে সক্ষম হবে- এ আমার প্রত্যাশা।

পরিশেষে তথ্য,পরিকল্পনা ও বাজেট বই প্রণয়ন ও প্রকাশের সাথে সম্পৃক্ত জনপ্রতিনিধি,সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এ উদ্যোগ ঝিনাইগাতী ও অন্যান্য উপজেলা পরিষদকে অনুপ্রাণিত করবে বলে আমার বিশ্বাস।

উপ-পরিচালক
স্থানীয় সরকার, শেরপুর।

মুখবন্ধ

সু-শাসন,স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা প্রতিটি কাজে প্রতিটি মানুষের দাবী। প্রতিটি কাজের ও সকল প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনা, কর্মপদ্ধতি সুচিন্তিত হলে এবং তা যদি সৎ, সু-শিক্ষিত, জ্ঞানী, অভিজ্ঞ ও নন্দিত জনপ্রতিনিধি দ্বারা তৈরী করা হয় বাস্তবায়িত হয়, তা হলে অবশ্যই সু-শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। কাজের স্বচ্ছতা থাকবে, থাকবে জবাবদিহিতা।

ঝিনাইগাতী উপজেলা আমার প্রিয় জন্মভূমি। বাংলাদেশের একটি নিভৃত পল্লী। উক্ত উপজেলায় পাহাড়, নদী, অসংখ্য খাল বিল এর শিরা উপ-শিরায়। এর উর্বর মাটি, খাল, বিল, অভয়-আশ্রম, গাছপালা, প্রকৃতি, মানুষের মৌলিক চাহিদা সরকারের রুপকল্প ২০২১ এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের উপজেলা পরিষদের স্থানীয় অনুদান সব কিছুই বিবেচনায় রেখেই ২০২০-২১ সালের বার্ষিক পরিকল্পনাটি আমরা প্রস্তুত করেছি।

আমাদের বিশ্বাস সকল তরফের চাহিদার ও প্রয়োজনের একটি প্রতিচ্ছবি এর মাধ্যমে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছি। বর্তমান সরকার যেভাবে দেশকে উন্নয়ন এনে দিতে চায়, প্রয়োজন মিঠাতে চায় তার ঝিনাইগাতীর আপামর জনসাধারনের চাহিদার সমন্বয় গঠিয়ে বার্ষিক পরিকল্পনাটির সমন্বয় গঠনের প্রয়াস নিয়েছি। আশা করি পরিকল্পনাটি বাস্তবে কার্যকরি হলে সকল মহলের প্রত্যাশা পূরণ হবে। উপজেলাবাসী লাভবান হবে। আমাদের প্রচেষ্টা ধন্য হবে।

জয় হউক ঝিনাইগাতীবাসীর

(এস,এম, আব্দুল্লাহেল ওয়ারেজ নাইম)
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
ঝিনাইগাতী, শেরপুর।

আমাদের প্রত্যাশা

সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার মাধ্যমে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য বার্ষিক বাজেট পরিকল্পনা (২০২০-২১) প্রণয়ন একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ।

আমাদের অনেক সীমাবদ্ধতার মধ্যেও উপজেলা পরিষদের স্থায়ী কমিটি সমূহকে অধিকতর কার্যকরী করে উপজেলা আইন-শৃঙ্খলার উন্নতি সাধন, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষার মান উন্নয়ন, যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন, স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন, সমাজসেবা, দারিদ্র দূরীকরনের গুরত্বারোপের মাধ্যমে উপজেলা পর্যায়ের জনপ্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্ট সকল কমকর্তাগন জনস্বার্থে এর প্রয়োগিক ভূমিকা নিশ্চিত করলে এ পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়ন সম্ভব হবে ।

বার্ষিক পরিকল্পনায় নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে উপজেলা পরিষদের সকল বিভাগ এবং বাস্তবায়নকারী সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থাকে তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে সর্বাত্নক প্রচেষ্টা গ্রহণের জন্য আহবান জানাচ্ছি।

(রুবেল মাহমুদ)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ঝিনাইগাতী, শেরপুর।

ঝিনাইগাতীর উন্নয়ন

উপজেলা পরিষদ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাপনায় উপজেলা পর্যায়ে সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানকে জনগনের প্রতিষ্ঠানে রুপ দিতে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার নিরলস প্রচেষ্ঠা চালিয়ে যাচ্ছে। উপজেলা পরিষদের মাধ্যমে প্রকল্প গ্রহণ বাস্তবায়নের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ জনগনের মধ্যে মেলবন্ধন তৈরী করতে সক্ষম। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে কৃষক,শ্রমিক, মেহনতি মানুষ,জেলে মুজুরসহ সকল স্তরের মানুষের উন্নতি সমৃদ্ধি ও অগ্রগতির জন্য ঝিনাইগাতী উপজেলা পরিষদ নিরলস প্রচেষ্ঠা চালিয়ে যাচ্ছে।

ঝিনাইগাতী উপজেলাকে সুন্দর থেকে সুন্দরতম করার জন্য বাংলাদেশের মধ্যে একটি অন্যতম মডেল উপজেলা হিসেবে দাড় করাতে নিজের শৈল্পিক তুলিতে প্রতিদিন নতুন নতুন রুপ দিতে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

ঝিনাইগাতী উপজেলাবাসীর সুখে দুংখে পাশে থাকার প্রত্যয় জানিয়ে উন্নতি সমৃদ্ধি কামনাই আমার একমাত্র প্রত্যাশা।

(মোঃ মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী)
ভাইস চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ,
ঝিনাইগাতী, শেরপুর।

বাণী

মানব জীবনের প্রতিটি কর্মকান্ডকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে হলে সর্বপ্রথম তার একটি মূল পরিকল্পনা থাকতে হবে। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যবিহীন কাজ জীবনের কোন দিন উন্নতি করতে পারে না। উন্নয়নশীল দেশে কোন উন্নয়নমূলক কাজ করতে হলে সর্বপ্রথম তার পরিকল্পনা একান্ত প্রয়োজন। অর্থ যাতে কোন ক্ষতি না হয় তাই একটি কাজের ভবিষৎ স্থায়িত্ব নিয়ে চুলচেড়া বিশ্লেষন করে চুড়ান্ত পর্যায়ে পৌছানোই বাঞ্চনীয়।

তাই বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ যেন উন্নয়নের কোন ছোঁয়া থেকে বঞ্চিত না হয়, প্রতিটি উপজেলায় আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে উপজেলার জনগনের কর্মসংস্থান বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে অগ্রিম পরিকল্পনা প্রণয়নের নির্দেশনা দিয়েছেন। তাই ঝিনাইগাতী উপজেলা পরিষদ (২০২০-২০২১) বার্ষিকী পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে।

একজন জনপ্রতিনিধি হিসেবে আমার আবেদন ঝিনাইগাতীর জনগন যেন উন্নয়নের ছোঁয়া থেকে বঞ্চিত না হয়। জনগনের কর্মসংস্তান যেন বৃদ্ধি পায়। জনপ্রতিনিধিগণ সব সময় জনগনের নিকট দায়বদ্ধ থাকে। সেই দায়বদ্ধতা থেকে মুক্তি পেতে হলে উন্নয়নের অংশীদার হিসেবে জনগনকে সম্পৃক্ত করতে হবে। উপজেলা পরিষদ ও প্রশাসন যদি এক হয়ে কাজ করে তাহলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমরা যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে যাচ্ছি আল্লাহর অশেষ রহমতে আমরা তা বাস্তবায়ন করে সুন্দর ঝিনাইগাতী উপজেলা উপহার দিতে পারবো ইনশাল্লাহ। আমি ঝিনাইগাতীর প্রতিটি মানুষের উন্নতি ও সুস্বাস্থ্য কামনা করছি।

(মোছাঃ লাইলী বেগম)
মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ,
ঝিনাইগাতী, শেরপুর।

শিরোনামপৃষ্ঠা নং

সচিপত্র ৫

১.উপজেলার পরিচিতি ও মানচিত্র ৬-৭

২.উপজেলার আর্থ-সামাজিক তথ্য ও উপাত্ত ৮-১২

৩. উপজেলার পরিস্থিতি বিশ্লেষণ ১৩-২৪

৪. বাজেটের সার-সংক্ষেপ ২৫

৫. বিভিন্ন উৎস হতে উপজেলায় পরিচালিত উন্নয়ন কার্যক্রম ২৬-৪২

৬. রূপকল্প ৪৩

৭. বার্ষিক পরিকল্পনার খাতওয়ারী লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও পরিমাপযোগ্য সূচক নির্ধারণ ৪৩-৪৫

৮. পরিকল্পনা ফরম্যাট ৪৬-৫১

৯.পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পরিকল্পনা ৫২

৯.উপজেলা পরিষদ, ইউসিএফবিপিএলআরএম এবং টিজিপি'র সদস্যের তালিকা ৫৩

চিত্রের তালিকা

চিত্র ১ঃ হাতিয়া উপজেলার মানচিত্র ৭

ছকের তালিকা

ছক ১ ঃ উপজেলার বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক তথ্য ও উপাত্ত ৮-১২

ছক ২ ঃ উপজেলার খাত ভিত্তিক পরিস্থিতি বিশ্লেষন ১৩-২৪

ছক ৩ ঃ উপজেলার সম্পদ চিহ্নিতকরণের সারসংক্ষেপ ২৫

ছক ৪ ঃ উপজেলায় বিভিন্ন উৎস হতে পরিচালিত উন্নয়ন কার্যক্রম ২৬-৪২

ছক ৫ ঃ বার্ষিক পরিকল্পনার খাতওয়ারী লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও পরিমাপযোগ্য সূচক নির্ধারণ ৪৩-৪৫

ছক ৬ ঃ উপজেলা পঞ্চপরিকল্পনা ফরম্যাট ৪৬-৫১

ছক ৭ ঃ বার্ষিক পরিকল্পনার বার্ষিক প্রতিবেদনের নমুনা ফরম্যাট ৫২

ছক ৮ঃ হাতিয়া উপজেলার ইউসিএফবিপিএলআরএম কমিটির সদস্যবৃন্দ ৫৩

ছক ৯ ঃ হাতিয়া উপজেলার পরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ক কারিগরি দলের সদস্যবৃন্দ ৫৩

ছক ১০ ঃ হাতিয়া উপজেলা পরিষদের সদস্যদের তালিকা ৫৪

ভূমিকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ জনসেবা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে। উপজেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮ (উপজেলা পরিষদ আইন ২০০৯ ও সংশোধনী ২০১১) এর ধারা ৪২ এ স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, উপজেলা পরিষদকে বার্ষিক পরিকল্পনা ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। উপজেলা পরিষদ বাজেট (প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন) বিধিমালা, ২০১০ ধারা ১৩ তে বলা হয়েছে যে,বাজেটে উন্নয়ন প্রকল্পের বরাদ্দ বা খাতসমূহ বার্ষিক ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার নিরিখে করতে হবে এবং পরিকল্পনা বইয়ে অন্তর্ভুক্ত নাই এমন নতুন প্রকল্পে বাজেট বরাদ্দ রাখা যাবে না। আইনগত কাঠামোতে আরো সুপারিশকরা হয়েছে যে, বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবে রেখে বার্ষিক পরিকল্পনার রূপকল্প, খাতভিত্তিক অধিকতর সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য এবং প্রত্যাশিত ফলাফলের আলোকে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় অধিকতর সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং অর্জন করা সম্ভব এমন টার্গেট বার্ষিক পরিকল্পনায় বর্ণিত থাকবে। এতে কর্মসূচির ইপ্সিক ফলাফল ও বাস্তবায়ন কৌশল ও উল্লেখ থাকবে। প্রাথমিকভাবে উপজেলা পরিষদের দায়িত্ব হচ্ছে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা। হাতিয়া উপজেলার জন্য বার্ষিক পরিকল্পনা ২০২০-২১ প্রনয়নে উপজেলা পরিষদ মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আরোহন বিষয়ক উপজেলা কমিটি, পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরি কমিটির সহায়তায় খসড়া পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের দায়িত্ব পালন করেছে।প্রকল্প নির্বাচনের জন্য প্রকল্প নির্বাচন কমিটি (পিএসসি) দায়িত্ব পালন করেছে । বার্ষিক পরিকল্পনা ২০২০-২১ প্রনয়ন জুলাই '২০ হতে শুরু হয়ে বিভিন্ন ধাপ ও প্রক্রিয়া অনুসরন করে নভেম্বর'১৯ এ খসড়া উপজেলা পরিষদে অনুমোদিত হয়।

ঝিনাইগাতী উপজেলার বার্ষিক পরিকল্পনায় অনেকগুলো বিষয় অন্তর্ভুক্ত আছে যেমনঃ উপজেলার মানচিত্র, আর্থসামাজিক তথ্য ও উপাত্ত, বাজেটের সারসংক্ষেপ, পরিস্থিতি বিশ্লেষন, রূপকল্প ও বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, অভীষ্ট । এছাড়াও অন্তর্ভুক্ত আছে প্রকল্প সারসংক্ষেপ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পরিকল্পনা। উপজেলার মানচিত্র, আর্থসামাজিক তথ্য ও উপাত্ত একনজরে উপজেলা সম্পর্কে ধারনা প্রদান করে

এবং বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক সূচকে উপজেলার পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে। পরিস্থিতি বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে উপজেলাসমূহ তাদের রূপকল্প, অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাতের লক্ষ্য এবং পরিমাপযোগ্য সূচকসহ প্রত্যাশিত ফলাফল নির্ধারণ করেছে। এটি উপজেলাসমূহকে তাদের প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থের দিক, দুর্বলতার দিক, সুযোগ এবং ঝুঁকি সনাক্ত করতে সহায়তা করে। বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে উপজেলা পরিষদ, এনবিডি এবং ইউনিয়ন সমূহের সমন্বয়ের অংশ হিসেবে বিভিন্ন উৎস থেকে প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করার মাধ্যমে উন্নয়ন বরাদ্দকে চিহ্নিত করা হয়েছে। উপজেলাতে উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য প্রাপ্ত সকল সম্পদ বিবেচনা করার মাধ্যমে প্রত্যেক উপজেলা পরিষদ উপজেলায় বাস্তবায়িত সকল উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টাসমূহের মধ্যে সমন্বয় এবং পরিপূরকতা বজায় রাখার পাশাপাশি উন্নয়ন কার্যক্রমগুলোর মধ্যেকোন দ্বৈততা থাকলে তা পরিহার করতে পারবে।এভাবে উপজেলা পরিষদ বার্ষিক পরিকল্পনাতে উন্নয়ন তহবিলের সর্বোত্তম ব্যবহারের চেষ্টা করতে পারে যা পরবর্তীতে উন্নয়নের ক্ষেত্রে সর্বাধিক ফলাফল এবং প্রভাব নিশ্চিত করতে সক্ষম হবে। পরিস্থিতি বিশ্লেষণের ভিত্তিতে উপজেলা পরিষদ রূপকল্প, খাতওয়ারী লক্ষ্য এবং প্রত্যাশিত ফলাফল এমনভাবে নির্ধারন করেছে যেন উপজেলা পরবর্তী পাঁচ বছরের উন্নয়ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে সমর্থ হবে। বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণের আলোকে রূপকল্প হচ্ছে উপজেলার জনগনের জন্য অনুপ্রেরণাদায়ক কাঙ্ক্ষিত ভবিষ্যত চিত্র।বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ২০২০-২১ রূপকল্প খাতওয়ারী লক্ষ্যকে সামনে রেখে। বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে ঝিনাইগাতী উপজেলা পরিস্থিতি বিশ্লেষণের ভিত্তিতে পাঁচটি (০৫) খাতের উপর গুরুত্বারোপ করেছে।বার্ষিক পরিকল্পনার প্রতিটি লক্ষ্যের জন্য প্রত্যাশিত ফলাফলনির্ধারণ করা হয়েছে।উন্নয়ন উদ্যোগ গ্রহণের ফলে সৃষ্ট পরিবর্তনই ফলাফল। সকল উন্নয়ন পরিকল্পনা ফলাফল ভিত্তিক হতে হবে। একটি ফলাফল সাধারনত ফলাফল বিবরনী দ্বারা পরিমাপযোগ্য সূচকের সাহায্যে প্রকাশ করা হয়। রূপকল্প, বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য, ফলাফল এবং পরিমাপযোগ্য সূচক নির্ধারণের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ তার আগামী পাঁচ বছরের অগ্রাধিকারসমূহ ঠিক করেছে এবং উন্নয়ন কার্যক্রম এবং বাস্ড়বায়ন পরিকল্পনা প্রনয়ণে করেছে। এই অগ্রাধিকারসমূহ উপজেলা উন্নয়ন কৌশল নির্বাচনের ভিত্তি হসেবে কাজ করবেযা পরিকল্পনা ফরম্যাট এ অন্তর্ভুক্ত হবে। এ পরিকল্পনা ফরম্যাট মধ্যমেয়াদী নীতি-নির্দেশনা যা উপজেলাকে পথ দেখায় উন্নয়নের কোন পথে সবচেয়ে কার্যকরী ও দক্ষতার সাথে রূপকল্প, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য, এবং প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জন করতে পারে। এই পরিকল্পনা ফরম্যাট পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য এবং ফলাফল অর্জনের লক্ষ্যে বার্ষিক পরিকল্পনার কোন কোন প্রকল্প, স্কিম অথবা উদ্যোগকে অর্থায়ন করতে হবে তা নির্ধারণ করেছে। পরিশেষে বার্ষিক পরিকল্পনার পরিবীক্ষন ও পর্যালোচনা, বার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কে ধারণা প্রদান করেছে।

এ উপজেলায় মোট আয়তন	=	২৩১ বর্গ কিঃমিঃ।
বর্তমান লোক সংখ্যা	=	১,৬০,৪৫২ জন।
বর্তমান শিক্ষার হার	=	৪২% ভাগ।

এ উপজেলার জনগণের মূল --------------------- কৃষি হলে ও আর্থ সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন এবং ক্ষদ্র শিল্প, ব্যবসা বানিজ্য সম্প্রসারনের কারনে অ-কৃষিজীবির সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তদুপরি কৃষি-------------------করণের মূল্য বৃদ্ধি ও প্রাকৃতিক দূর্যোগের কারণে কৃষির প্রতি একটা অনাগ্রহের প্রবনতা লক্ষ্য করা যায়।

সরকারী কলেজ	ঃ	০১ টি
বেসরকারী কলেজ	ঃ	০৪ টি
বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়	ঃ	২০টি,
বেসরকারী মাদ্রাসা	ঃ	১৩ টি
ইউনিয়ন পরিষদ	ঃ	৭ টি।
এবতেদায়ী মাদ্রাসা	ঃ	৩৬ টি
গ্রাম	ঃ	১১৭ টি ,
কিন্ডার গার্টেন	ঃ	৩৪ টি
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	ঃ	১০১ টি
বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ঃ	৩১ টি
হাট বাজার	ঃ	২৩ টি ,
এনজিও	ঃ	২৬ টি

নির্বাচনী এলাকা : ১৪৫ শেরপুর-৩ (শেরপুর)

২. ঝিনাইগাতী উপজেলার আর্থ-সামাজিক তথ্য ও উপাত্ত

বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে জনসংখ্যা বিষয়ক এবং আর্থ-সামাজিক তথ্য ও উপাত্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রতি বছর বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে উপজেলা পরিষদকে যাচাই করে দেখতে হবে যে পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের পরে তথ্য-উপাত্তের কোন পরিবর্তন হয়েছে কি না এবং হলে তা হাল নাগাদ করতে হবে। বার্ষিক পরিকল্পনা প্রনয়নে তথ্য ও উপাত্তের গুরুত্বপূর্ণ উৎস হলো উপজেলা পরিষদ, উপজেলার বিভিন্ন বিভাগ ও ইউনিয়ন, আদমশুমারি ২০১১, জেলা পরিসংখ্যান ২০১১,হেলথ বুলেটিন ঝিনাইগাতী, ২০২০। এসডিজির বিভিন্ন সূচকে ঝিনাইগাতীর অবস্ান সম্পর্কিত তথ্য বার্ষিক পরিকল্পনাতে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।নিন্মের সারনীতে উপজেলার বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক তথ্য ও উপাত্ত প্রদান করা হয়েছে। ঝিনাইগাতী উপজেলা আর্থসামাজিক তথ্য বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে মাধ্যমিক শিক্ষা খাতে উপজেলা অনেক পিছিয়ে রয়েছে। উপজেলায় মাধ্যমিক শিক্ষা খাতে উপস্তিির হার মাত্র ৬৭ শতাংশ যেখানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এই হার ৮৮ শতাংশ। স্বাস্য খাতে দেখা শিশু মৃত্যু ও মাতৃমৃত্যুর হার এখনো অনেক বেশি। একইভাবে প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারীর সংখ্যা অর্ধেকেরও কম।জনস্বাস্য খাতে উপজেলা অনেক এগিয়ে রয়েছে যদিও এখনো শতভাগ স্বাস্যসম্মত স্যানিটেশন ও নিরাপদ খাবার পানির ব্যবহার নিশ্চিত হয়নি।উপজেলার সড়কের তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে যে,

উপজেলার ৬০০ কিলোমিটারের মত সড়ক এখনো কাঁচা রয়েছে। উপজেলা পরিষদ বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নে আর্থসামাজিক সূচকে তাদের

এই অবস্ান বিবেচনায় নিয়েছে।

ছক ১: ঝিনাইগাতী উপজেলার বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক তথ্য ও উপাত্ত

তথ্যের শ্রেণী	বিবরণ	একক	সংখ্যা	তথ্যসূত্র
প্রশাসনিক তথ্য	গ্রাম	সংখ্যা		উপজেলা পরিষদ, ২০১৯
	মৌজা	সংখ্যা		উপজেলা পরিষদ, ২০১৯
	ওয়ার্ড	কিমি		গুগল ম্যাপ, ২০১৯
	জেলা সদর হতে দূরত্ব	সাল		উপজেলা পরিষদ, ২০১৯
	উপজেলা ঘোষণার সাল	জন		জেলা আদমশুমারি ২০১১
জনসংখ্যা তাত্ত্বিক তথ্য	জনসংখ্যা	জন		জেলা আদমশুমারি ২০১১
	পুরুষ	জন		জেলা আদমশুমারি ২০১১
	নারী	সংখ্যা		জেলা আদমশুমারি ২০১১
	খানা/ পরিবার	জন		জেলা আদমশুমারি ২০১১
	জনসংখ্যার ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কি.মি)	জন		জেলা আদমশুমারি ২০১১
	মুসলিম	জন		জেলা আদমশুমারি ২০১১
	হিন্দু	জন		জেলা আদমশুমারি ২০১১
	বৌদ্ধ	সংখ্যা		উপজেলা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	খ্রিস্টান	সংখ্যা		উপজেলা মা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	অন্যান্য	সংখ্যা		উপজেলা মা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো	সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	সংখ্যা		উপজেলা মা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়	সংখ্যা		উপজেলা মা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	মাধ্যমিক বিদ্যালয়	সংখ্যা		উপজেলা মা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	নিন্ম মাধ্যমিক বিদ্যালয়	সংখ্যা		উপজেলা মা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	স্কুল এন্ড কলেজ	সংখ্যা		উপজেলা মা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	কলেজ	সংখ্যা		উপজেলা মা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	দাখিল মাদ্রাসা	সংখ্যা		উপজেলা মা শিক্ষা অফিস, ২০১৯

	আলীম মাদ্রাসা	সংখ্যা		উপজেলা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	ফাযিল মাদ্রাসা	সংখ্যা		উপজেলা স্বাস্য কমপ্লেক্স, ২০১৯
	কামিল মাদ্রাসা	সংখ্যা		উপজেলা স্বাস্য কমপ্লেক্স, ২০১৯
	স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসা	সংখ্যা		উপজেলা স্বাস্য কমপ্লেক্স, ২০১৯
	এমপিওভূক্ত এবতেদায়ী মাদ্রাসা	সংখ্যা		উপজেলা পরিষদ, ২০১৯
	কমিউনিটি ক্লিনিক	সংখ্যা		উপজেলা পরিষদ, ২০১৯
	ইউনিয়ন হেলথ সেন্টার	সংখ্যা		উপজেলা পরিষদ, ২০১৯
	ইউনিয়ন উপ স্বাস্য কেন্দ্র	সংখ্যা		উপজেলা পরিষদ, ২০১৯
	উপজেলা স্বাস্য কমপ্লেক্স,	সংখ্যা		উপজেলা পরিষদ, ২০১৯
	হাট-বাজার	সংখ্যা		উপজেলা পরিষদ, ২০১৯
	ব্যাংকের শাখা	সংখ্যা		উপজেলা পরিষদ, ২০১৯
	এনজিও	সংখ্যা		উপজেলা পরিষদ, ২০১৯
	ডাকঘর	সংখ্যা		উপজেলা পরিষদ, ২০১৯
	মসজিদ	সংখ্যা		উপজেলা পরিষদ, ২০১৯
	মন্দির	সংখ্যা		উপজেলা পরিষদ, ২০১৯
	মোট সড়কের দৈর্ঘ্য			
	কাঁচা সড়ক			
	পাকা সড়ক			
	এইচবিবি সড়ক			
	রেললাইন			
	রেলষ্টেশন			
প্রাকৃতিক সম্পদ	নদী জলমহাল	কিমি		এলজিইডি, ২০১৯
	বনভূমি	কিমি		এলজিইডি, ২০১৯
	স্বাক্ষরতার হার	কিমি		এলজিইডি, ২০১৯
শিক্ষা সম্পর্কিত তথ্য	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার	কিমি		এলজিইডি, ২০১৯
	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ঝরে পড়ার হার	কিমি		উপজেলা পরিষদ, ২০১৯
	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উপস্তিির হার	সংখ্যা		উপজেলা পরিষদ, ২০১৯
	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের সংখ্যা	সংখ্যা সংখ্যা		উপজেলা ভূমি অফিস, ২০১৯ উপজেলা ভূমি অফিস, ২০১৯
	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা	একর		উপজেলা বন বিভাগ, ২০১৯
	ডিপিএড/সিএনএড প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা	শতকরা		জেলা আদমশুমারি ২০১১
	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত	শতকরা		উপজেলা প্রা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	বিদ্যুৎ সংযোগ নাই এমন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা সংখ্য	শতকরা		উপজেলা প্রা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	শতকরা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের সংখ্যা জন ২৪ টি ৩৮ ৯৭ ১০৫২	শতকরা		উপজেলা প্রা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	ওয়াশ ব্লক আছে এমন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা	জন		উপজেলা প্রা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	পি এস সি পরীক্ষার পাশের হার(শিক্ষাবর্ষ ২০১৮)	জন		উপজেলা প্রা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের সংখ্যা	জন		উপজেলা প্রা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা	-		উপজেলা প্রা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত			
	জেএসসি পরীক্ষায় পাশের হার	শতকরা		উপজেলা প্রা শিক্ষা অফিস, ২০১৯

	(শিক্ষাবর্ষ ২০১৮)			উপজেলা জনস্বাস্থ্য অফিস, ২০১৯ উপজেলা প্রা শিক্ষা অফিস, ২০১৯ উপজেলা মা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	এসএসসি পরীক্ষায় পাশের হার (শিক্ষাবর্ষ ২০১৯)	শতকরা		
স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য	কম ওজনে শিশুর হার	শতকরা		উপজেলা মা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	কম ওজনে শিশুর সংখ্যা	শতকরা		উপজেলা মা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	অতি কম ওজনে শিশুর হার	শতকরা		উপজেলা মা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	অতি কম ওজনে শিশুর সংখ্যা	শতকরা		উপজেলা মা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	০- ৫ বছর এর কম বয়সী শিশু মৃত্যুর হার	শতকরা		উপজেলা মা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	নবজাতকের মৃত্যুর হার (০-২৮ দিন)	শতকরা		উপজেলা মা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	প্রাতিষ্ঠানিক(হাসপাতাল/ক্লিনিকে) ডেলিভারীর সংখ্যা	শতকরা		এসডিজি,বিশ্বব্যাংক,২০১৬
	ইউনিয়ন ও উপস্বাস্যকেন্দ্রসমূহে প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারীর সংখ্যা	জন		এসডিজি,বিশ্বব্যাংক,২০১৬
	স্বাস্য কমপ্লেক্স আগত রোগীর সংখ্যা	শতকরা		এসডিজি,বিশ্বব্যাংক,২০১৬
	উপস্বাস্যকেন্দ্রসমূহে আগত রোগীর সংখ্যা	জন		এসডিজি,বিশ্বব্যাংক,২০১৬
	কমিউনিটি ক্লিনিকে আগত রোগীর সংখ্যা	শতকরা		উপজেলা স্বাস্য ও প প কার্যালয়,
	টিকা গ্রহণকারী শিশুর সংখ্যা	১৭ (প্রতি হাজার		উপজেলা স্বাস্য ও প প কার্যালয়,
	উপজেলায় মোট ডেলিভারীর সংখ্যা (মে/১৮হ‡ত জুন/১৯)	জন জন		
	অপ্রাতিষ্ঠানিক(বাড়ীতে) ডেলিভারীর সংখ্যা			
	পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণের হার	জন		
জনস্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য	ফ্লাশ টয়লেট ব্যবহার করে এরকম পরিবারের সংখ্যা	জন		
	ফ্লাশ টয়লেট ব্যবহার করে এরকম পরিবারের হার	জন		
	ফ্লাশ নয়, ল্যাট্রিন ব্যবহার করে এরকম পরিবার	সংখ্যা		
	ফ্লাশ নয়, ল্যাট্রিন ব্যবহার করে এরকম পরিবারের হার শতকরা	সংখ্যা		
	উন্মুক্তস্হানে মলত্যাগ করে এরকম পরিবারের সংখ্যা জন	সংখ্যা		
	উন্মুক্তস্হানে মলত্যাগ করে এরকম পরিবারের	শতকরা		
	কলের পানি সরবরাহের আওতাধীন পরিবার	শতকরা		
	কলের পানি সরবরাহের আওতাধীন পরিবারের হার	জন		

	নলকুপের পানি সরবরাহের আওতাধীন পরিবারের হার শতকরা	শতকরা		
বিদ্যুৎ ব্যবহার বিষয়ক তথ্য	বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী পরিবার			
কর্মসস্থান বিষয়ক তথ্য	কর্মক্ষম জনসংখ্যা			
	কৃষিখাতে যুক্ত			
	শিল্পখাতে যুক্ত			
	সেবাখাতে যুক্ত			
	মাথাপিছু দারিদ্রের হার			
	মাথাপিছু দরিদ্রের সংখ্যা	সংখ্যা		
	মাথাপিছু অতিদারিদ্রের হার	জন		
	মাথাপিছু অতিদরিদ্রের সংখ্যা	জন		
	নিবন্ধিত সমবায় সমিতি	জন		
	কার্যকর সমবায় সমিতি	জন		
	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে সরকারি দপ্তর হতে বিভিন্ন বিষয়ের উপর কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা			
	উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ২০১৯	জন		
	উপজেলা সমবায় কার্যালয়, ২০১৯	সংখ্যা		
	উপজেলা যুব উন্নয়ন কার্যালয়, ২০১৯	জন		
	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কার্যালয়, ২০১৯	সংখ্যা		
	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কার্যালয়(২০১৮-১৯)	সংখ্যা		
	পল্লী দারির্দ্য বিমোচন ফাউন্ডেশন			

২০১৯-২০অর্থ বছরেসামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত জনগণ

কর্মসংস্থান বিষয়ক তথ্য	ইজিপিপি	জন		
	ভিজিডি	জন		
	মাতৃত্বকালীন ভাতা	জন		
	বয়স্ক ভাতা	জন		
	বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা	জন		
	অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা	জন		
	অসচ্ছল প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি	জন		
	দলিত ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর বিশেষ ভাতা	জন		

উপজেলায় কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বিভিন্ন সরকারি দপ্তর হতে প্রদানকৃত ক্ষুদ্রঋণের বিবরণ				
২০১৮-১৯ অর্থ বছরে সরকারি দপ্তর হতে প্রদানকৃত ক্ষুদ্রঋণের পরিমান				
দপ্তর	**জন**	**টাকা**		
উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ২০১৯				
উপজেলা সমবায় কার্যালয়, ২০১৯				
উপজেলা যুব উন্নয়ন কার্যালয়, ২০১৯				
উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কার্যালয়, ২০১৯				
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কার্যালয়(২০১৮-১৯)				
পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন				
পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক				
অদ্যবধি সরকারি দপ্তর হতে প্রদানকৃত ক্ষুদ্রঋণের বিপরীতে খেলাপি ঋণের বিবরণ				
দপ্তর	ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণ (টাকা)	ঋণ আদায় (টাকা)	খেলাপী ঋণ (টাকা)	ঋণ খেলাপীর সংখ্যা (জন)
উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ২০১৯				
উপজেলা সমবায় কার্যালয়, ২০১৯				
উপজেলা যুব উন্নয়ন কার্যালয়, ২০১৯				
উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কার্যালয়, ২০১৯				
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কার্যালয়(২০১৮-১৯)				
পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন				
পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক				

কৃষি উৎপাদন বিষয়ক তথ্য										
নীট আবাদী জমির পরিমান (হেক্টর)ঃ হেক্টর										
কৃষক পরিবারের সংখ্যা ঃ টি										
উসল/অর্থ বছর	২০১৪-১৫		২০১৫-১৬		২০১৬-১৭		২০১৭-১৮		২০১৮-১৯	
	জমি (হে:)	উৎপাদন মে:টন	জমি (হে:)	উৎপাদন মে:টন	জমি (হে:)	উৎপাদন মে:টন	জমি (হে:)	উৎপাদন মে:টন	জমি (হে:)	উৎপাদন মে:টন
বোরো										
আউশ										
আমন										
ভুট্টা(র+খ)										
গম										
পাট										
তামাক										
সরিষা										
চীনাবাদাম										

আলু										
মুগডাল										
এসুর										
পেয়াজ										
ওসুন										
আদা										
হলুদ										
অনিয়া										
মরিচ										
পানিকচু										
মুখিকচু										
শাকসবজি (রবি+খরি)										

মৎস্য বিষয়ক তথ্য		
মাছের চাহিদা : মে:টন (২০২০-২০২১)	মাছের উৎপাদন : মে:টন (২০২০-২০২১)	মৎস্যচাষীর সংখ্যা : (২০২০-২০২১)

৩. পরিস্থিতি বিশ্লেষণ

পরিস্থিতি বিশ্লেষণ হচ্ছে উপজেলার 'বাস্তব অবস্থার একটি চিত্রায়ন'। পরিস্থিতি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষন ও সন্নিবেশন এমনভাবে করতে হবে যাতে সম্ভাব্য সকল সম্পদ ব্যবহার করে কৌশলগত উদ্দেশ্য অর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণে তা সহায়তা করে। । পরিস্থিতি বলতে উপজেলায় বসবাসরত মানুষের জীবন ও জীবিকাকে প্রভাবিত করে এমন অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক কারণগুলোর সম্মিলিত বিশ্লেষণকে বোঝায়।তথ্য ও উপাত্ত বিশদভাবে বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে উপজেলার মুখ্য উন্নয়ন সম্ভাব্যনা, সুযোগ, সীমাবদ্ধতা, চ্যালেঞ্জের পাশাপাশি প্রধান উন্নয়ন অগ্রাধিকারগুলির শনাক্তকরণও জরুরী। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত শিক্ষাগুলোও গুরুত্বপূর্ণ (যেমন, আগের বার্ষিক পরিকল্পনা বা বার্ষিক পরিকল্পনা থেকে লব্দ শিক্ষা)। কোন লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে এবং কোন লক্ষ্য অর্জন করা যায়নি এবং কেন- সেটা জানতে হবে। কোন উন্নয়ন উদ্যোগ কাজ করেছে এবং কোন উদ্যোগ কাজ করেনি? কোন পন্থা গতিশীল করা প্রয়োজন বাকোন পন্থা বাতিল করা প্রয়োজন? মোদ্দা কথা হলো, বর্তমান করা পরিকল্পনার জন্য অতীতের উন্নয়ন কার্যক্রম থেকে উপজেলা শিক্ষা গ্রহণ করবে।

উপজেলার খাত ভিত্তিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণে প্রতিটি খাতের জনকেন্দ্রিক সমস্যা চিহ্নিত করে তার অবস্থান, পরিমান, কারণ, সমস্যা সমাধানে চলমান কার্যাবলীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং চলমান কার্যাবলি শেষে ৫ বছর পর আর কতটুকু সমস্যা থাকবে তা চিহ্নিত করে উপজেলা পরিষদের সক্ষমতা অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণে সুপারিশ করা হয়েছে। উপজেলা পরিষদ তার সক্ষমতা অনুযায়ী সুপারিশ থেকে কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি ও টিজিপি পরিস্থিতি বিশ্লেষণের উপজেলা পরিষদকে সহযোগিতা করেছে ।

ঝিনাইগাতী উপজেলার পরিস্থিতি বিশ্লেষণে আর্থসামাজিক সূচকে তাদের অবস্থানের কারণ অনুসন্ধান করেছে। এক্ষেত্রে দেখা গেছে স্বাস্থ্য খাতে উপজেলার সরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিক সমূহের অবকাঠামো ও উপকরণের অপ্রতুলতার কারণে কারনে আগত রোগীদের মানসম্মত স্বাস্যসেবা প্রদান সম্ভবপর হচ্ছে না। ইউনিয়ন স্বাস্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রসমূহে প্রাতিষ্ঠানিক নরমাল ডেলিভারীর সুবিধা অপ্রতুল। জনস্বাস্য খাতে উপজেলার ৫০০০ এর মত দরিদ্র পরিবার নিরাপদ স্যানিটেশন ও খাবার পানি ব্যবহারের আওতায় নেই।শিক্ষা খাতে বিশেষত মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি কম। অপ্রতুল অবকাঠামো, শিক্ষা গ্রহণে উন্নত পরিবেশ ও উপকরনের সংকট তার অন্যতম প্রধান কারণ। একই সাথে দরিদ্র ছাত্রীদের শিক্ষা উপকরণ, বাল্যবিয়ে ও বিদ্যালয়ে ছাত্রীবান্ধব স্যানিটেশনের অনুপস্থিতির কারনে বিদ্যালয়ে ছাত্রীদের উপস্থিতির হার আশানুরূপ নয়।জাতীয় সরকার স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে যোগাযোগ খাতে বড় সড়ক উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ প্রদান করে এবং উপজেলা পরিষদের সীমিত অর্থে বৃহৎ পাকা সড়ক নির্মাণ কষ্টকর বিধায় উপজেলা পরিষদ ছোট ছোট সংযোগকারি সড়ক, গাইড ওয়াল, কার্লভাট ও ড্রেন নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এছাড়াও অন্যান্য খাতের তথ্য পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ করেছে।

ছক ২ঃ উপজেলার খাত ভিত্তিক পরিস্থিতি বিশ্লেষন

খাত	সমস্যাসমূহে বিবরণ				সাম্প্রতিক চলমান ও পরিকল্পিত কার্যাবলী	৫ বছর পর অবশিষ্ট সমস্যা	সমস্যা সমাধানে যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে
	সমস্যার ধরণ	অবস্থান	পরিমাণ/বিস্তৃতি	কারণ			
	উপজেলা স্বাস্য কমপ্লেক্সে আগত রোগীগণ মানসম্মত স্বাস্যসেবা গ্রহণে সমস্যারসম্মখীন হচ্ছে	উপজেলা স্বাস্য কমপ্লেক্সে	-----জন রোগী	১.উপজেলা স্বাস্য কমপ্লেক্সে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুত সরবরাহের ব্যবস্থা নেই। ২. স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পর্যাপ্ত সংখ্যক আসবাবপত্র, চিকিৎসা	কার্যক্রম নেই	উপজেলা স্বাস্য কমপ্লেক্স আগত ১৭ হাজার রোগী রোগী স্বাস্য সেবা হতে বঞ্চিত হবে	উপজেলা স্বাস্য কমপ্লেক্সে একটি জেনারেটর প্রদান করা যেতে পারে । স্বাস্য কমপ্লেক্সে আসবাবপত্র, চিকিৎসা সরঞ্জামাদি, বেড, নেবুলাইজার মেশিন,
স্বাস্থ্য	উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র ও কমিউনিটি ক্লিনিকে আগত রোগীগণ মানসম্মত স্বাস্যসেবা হতে বঞ্চিত হচ্ছে।	---টি উপ স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও ----- কমিউনিটি ক্লিনিক	-----জন রোগী	৩টি উপ স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও ৩৫ টি কমিউনিটি ক্লিনিকে নিরবিচ্ছিন্ন বিদুত সরবরাহে ব্যবস্থা নেই। ২। ৩টি উপ স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও ৩৫ টি কমিউনিটি ক্লিনিকে পর্যাপ্ত সংখ্যক আসবাব পত্র, চিকিৎসা সরঞ্জামাদি ও কমিউনিটি ক্লিনিকে আসার জন্য	কার্যক্রম নেই	----টি উপ স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও ----টি কমিউনিটি ক্লিনিকে আগত ----- হাজার রোগী স্বাস্থ্য সেবা হতে বঞ্চিত হবে।	১। ----টি উপ স্বাস্যকেন্দ্র ও ---- টি কমিউনিটি ক্লিনিকে সোলার প্যানেল স্থাপন করা যেতে পারে। ২। ----টি উপ স্বাস্যকেন্দ্র ও ---- টি কমিউনিটি ক্লিনিকে আসবাব পত্র, চিকিৎসা সরখজামাদি, বেড, নেবুলাইজার মেশিন, গ্লুকোমিটার বিপি মেশিন, যন্ত্রপাতি

				পরিবহন ব্যবস্থা নেই।			প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ৩। ----টি উপ স্বাস্যকেন্দ্র ও ---- টি কমিউনিটি ক্লিনিকের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ করা যেতে পারে।
পরিবার পরিকল্পনা	উপজেলার গর্ভবতী মায়েরা ও নবজাতকসমূহ মৃত্যু ঝুঁকির মধ্যে আছে।	ঝিনাইগাতী উপজেলাধীন ৭টি ইউনিয়ন।	ঝিনাইগাতী উপজেলার ৫০০ জন সক্ষম দম্পতি (রিপোর্ট এমআইএস - এপ্রিল,২০ অনুযায়ী) এর মধ্যে মোট ----- জন গর্ভবতী।	১। বাড়িতে অস্বাস্যকর পরিবেশে অপ্রশিক্ষিত দাই নার্স দ্বারা বাচ্চাপ্রসব করা। ২।উপজেলার গর্ভবতী মায়েদের গর্ভকালীন স্বাস্যশিক্ষা ও প্রাতিষ্ঠানিক নরমাল ডেলিভারীর সুফলের ব্যাপারে অবগত নন। ৩। ইউনিয়ন স্বাস্য ও পরিবারকল্যাণকেন্দ্রসম্যূহ যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদির অভাবে নরমাল ডেলিভারি চালু নেই। ৪। পর্যাপ্ত সংখ্যক প্রশিক্ষিত দাই নার্সের অভাব।	১। উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা দপ্তর ইউনিয়ন পর্যায়ে ৫টি ইউনিয়ন স্বাস্য ও পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র ও ৮০ জন স্বাস্যকর্মীর মাধ্যমে গর্ভবতীদের স্বাস্যসেবা প্রদান করছে।	আনুমানিক ----- জন গর্ভবতী মা।	১। গর্ভবতী মা ও তার পরিবারকে প্রাতিষ্ঠানিক নরমাল ডেলিভারীর সুবিধা ও গর্ভবতীর জটিলতা সম্পর্কে অবহিত করতে ইউনিয়ন পর্যায়ে আগামী পাঁচ বছরে ৮০ টি অবহিতকরন ক্যাম্পেইন/ উঠান বৈঠক/পরিবার সমাবেশ পরিচালনা করা যেতে পারে ২। ৫টি ইউনিয়ন স্বাস্য ও পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রসমূহ ও উপজেলা পরিবার পরিবার পরিকল্পনা দপ্তরের অপারেশন থিয়েটার রুমের মানসম্মত প্রয়োজনীয়
পরিবার পরিকল্পনা	উপজেলার দরিদ্র ও প্রত্যন্ত এলাকায় বসবাসরত পরিবারসমূহ স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যেরয়েছেন।	ঝিনাইগাতী উপজেলার ৭টি ইউনিয়ন	প্রত্যন্ত এলাকায় বসবাসরত----- টি পরিবার টি দরিদ পরিবার				------টি স্যাটেলাইটে স্বাস্যশিক্ষা প্রোগ্রাম চালু
জনস্বাস্য	উপজেলার দরিদ্র পরিবার সমূহ ও প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীরা পানিবাহিত রোগের ঝুঁকির মধ্যে আছে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	অত্র উপজেলায় প্রায় ৫৩১২ টি ল্যাট্রিনবিহীন পরিবারও ২৯৫৪ টি পরিবারে নলকূপবিহীন। ১০৪ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৪২ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও	আর্থিক সংকটের কারনে দরিদ্র পরিবার সমূহ স্বাস্যসম্মত ল্যাট্রিন শপন করতে পারছে না। পানি, স্যানিটেশন ও হাইজিন বিষয়ে সচেতনতার অভাবে দরিদ্র পরিবারসমূহ ল্যাট্রিন ব্যবহার করে না। উপজেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ছাত্রছাত্রীদের ব্যবহার উপযোগী স্বাস্যসম্মত ওয়াশ ব্লকের অভাব রয়েছে।	জাতীয় স্যানিটেশন প্রকল্পের আওতায় প্রতি বছর অনির্দিষ্ট সংখ্যক ল্যাট্রিন প্রদান করা হয়েছে। পল্লী অঞ্চলে পানি সরবরাহ প্রকল্পের আওতায় বঞ্চিত হবে।অগ্রাধিকারমূলক গ্রামীণ পানিসরবরাহ প্রকল্পের আওতায়	উপজেলায় ৫৩১২ টি	উপজেলায় ৫৩১২ টি

			১৯ টি মাদ্রাসা		প্রতিবছর অনির্দিষ্ট সংখ্যক নলকূপ প্রদান করা হয়। ৩। GPS/NNGPS -1 প্রকল্পের আওতায় ২২টি সরকারি		
মাধ্যমিক শিক্ষা	উপজেলার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের উপস্তির হার আশানুরূপ নয়।	সমগ্র উপজেলার ৪৩ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১৯ টি মাদ্রাসা	২০০০০ হাজার ছাত্র-ছাত্রী	১। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশের অভাব রয়েছে। ২। বিদ্যালয়সমূহে জরাজীর্ণ দুর্বল অবকাঠামো, শ্রেণীকক্ষ সংকট। ৩।ছাত্র-ছাত্রীদেরজন্য স্বাস্যসম্মত পৃথক স্যানিটেশনের ব্যবস্া নেই। ৪।বিদ্যালয়সমূহে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, মাল্টিমিডিয়া প্রোজেক্টর, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির অভাব। ৫। দরিদ্র ও মেয়ে শিক্ষার্থীদেরমা‡ঝ শিক্ষা উপকরণের অভাব। ৬। মাধ্যমিক পর্যায়ের মেয়ে শিক্ষার্থীদের বাল্য বিবাহ।	মাধ্যমিক শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর হতে ৬টি বিদ্যালয়ে ৪ তলা ভবন নির্মাণের কাজ চলমান আছে।	৩৭ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ১৯ টি মাদ্রাসায় দুর্বল অবকাঠামো, শ্রেণীকক্ষ সংকট, স্যানিটেশন সমস্যা, আসবাবপত্র, মাল্টিমিডিয়া প্রোজেক্টর, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সংকট থাকবে	১। ৩৭ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে, ১৯ টি মাদ্রাসা ৫টি কলেজে অবকাঠামো উন্নয়ন, শ্রেনীকক্ষ নির্মাণ, করা যেতে পারে । ২। ৪০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১০টিও ৫টি কলেজে মাদ্রাসাতে বেঞ্চ, আলমারি, চেয়ার টেবিল কম্পিউটার, পানির ফিল্টার ইত্যাদি প্রদান করা যেতে পারে। ৩। ২০টি বিদ্যালয় ও ১৫ টি মাদ্রাসাতে ওয়াশ ব-ক নির্মাণ করা যেতে পারে। ৪। ২০০০ শিক্ষার্থীর মাঝে বিভিন্ন প্রকারের শিক্ষা উপকরণ প্রদান করা যেতে পারে। ৫। মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে বাল্যবিবাহ ও নারী নির্যাতন বিরোধী ৪০ টি ক্যাম্পেইন পরিচালনা করা যেতে পারে।
মাধ্যমিক শিক্ষা	নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি (বিজ্ঞান, ইংরেজী ও গনিত) বিষয়ে ধারণা কম।	অত্র উপজেলার ৪৩টি বিদ্যালয় ১৯টি মাদ্রাসা, ৮টি কলেজ	----জন শিক্ষক ---- জন কর্মচারী	ইংরেজী , গনিত, বিজ্ঞান আইসিটি, বিষয়ে প্রশিক্ষনের ব্যবস্া করা যেতে পারে । কর্মচারীর জন্য নথি ব্যবস্াপনার উপর	কার্যক্রম নেই		

				প্রশিক্ষণের ব্যবস্া করা যেতে পারে ।			
প্রাথমিক	শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে মানসম্মত, আধুনিক ও আনন্দদায়ক পরিবেশে শিক্ষা গ্রহণ ব্যহত হচ্ছে।	অত্র উপজেলায় ----- টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	-----শিক্ষার্থী	১। প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে জরাজীর্ণ অবস্া ও পর্যাপ্ত পরিমানে শ্রেনীকক্ষ, আসবাবপত্র, স্বাস্্যসম্মত টয়লেট, খেলাধুলার সরঞ্জামাদি এবং ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণের অভাব। ২। পর্যাপ্ত পরিমানে আইসিটি প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক ও ডিজিটাল কনটেন্টের মাধ্যমে পাঠদান উপযোগী শ্রেণীকক্ষের সংকট। ৩। উপজেলার -----টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিদ্যুৎ সংযোগ নেই। ৪। বিদ্যালয় ব্যবস্াপনা কমিটির সদস্যদের বিদ্যালয়ের ব্যবস্াপনার বিষয়ে ধারণা পর্যাপ্ত নয়।	পিইডিপি ৪ এর আওতায় ------ টাকা করে ----- টি বিদ্যালয় মেরামত করা হয়।	----শিক্ষার্থী	১৬৪ টি বিদ্যালয়ে কনটেন্টের মাধ্যমে পাঠদান উপযোগী শ্রেণীকক্ষেও সজ্জিতকরণ ও মাল্টিমিডিয়া ক্লাস রুম তৈরি করা যেতে পারে। ২। ৮৩১ জন শিক্ষককে ডিজিটাল কনটেন্ট এর বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান ও বিদ্যালয় ব্যবস্াপনা কমিটির সদস্যদের বিদ্যালয় ব্যবস্াপনার উপর প্রশিক্ষণ করা যেতে পারে। ৩। ১৫০ টি বিদ্যালয়ে খেলাধুলার সামগ্রী (দোলনা, স্লিপার, ব্যালেন্সার ইত্যাদি) প্রদান করা যেতে পারে। ৪। ১১০ টি বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র (বেঞ্চ, আলমারি, টেবিল, চেয়ার ইত্যাদি) প্রদান করা যেতে পারে। ৫। ১৬৬ টি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ (ব্যাগ, জ্যামিতি বক্স, রঙ পেন্সিল, পানির পট, স্কেল, ছাতা, বিদ্যালয়ের ইউনিফর্ম ইত্যাদি) প্রদান করা যেতে পারে। ৬। ১০টি বিদ্যালয়ে সোলার প্যানেল স্াপন করা যেতে পারে। ৭। ৯০ টি বিদ্যালয় ভবন মেরামত করা যেতে পারে। ৮। ৩০টি দুর্বল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ব্যবস্াপনা কমিটির সদস্যদের বিদ্যালয় ব্যবস্াপনার উপর প্রশিক্ষণ করা যেতে পারে।

কৃষি	উপজেলার কৃষকরা কৃষি উৎপাদন হতে আর্থিকভাবে কম লাভবান হচ্ছেন।	হাতিয়া উপজেলার ---- টি ইউনিয়ন	------ টি ক…ষি পরিবার	১। আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি, মাটির স্বাস্য, সুষম সারের ব্যবহার বিষয়ে কৃষকদের জ্ঞান ও ধারণা কম থাকা। ২। আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি (পাওয়ার টিলার ,ট্রান্সপ্যান্টার ,রিপার, ফুট পাম্প, ফিতা পাইপ ইত্যাদি) ক্রয়ে কৃষকের মূলধনের অভাব। ৩। পাকা সেচ নালা না থাকার দরুন সেচের ৩০% পানি অপচয় হচ্ছে এবং বিদ্যুৎ ও ডিজেল খরচ বৃদ্ধি পাচ্ছে ৪। আধুনিক কলাকৌশল এর মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন প্রকল্প এর মাধ্যমে প্রকল্পভুক্ত এলাকায় ১২৫টি দলে মোট ১৮৭৫ জন কৃষক আধুনিক কলাকৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে ব্লক Compact) আকারে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। ৪। কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন প্রকল্প এর মাধ্যমে প্রকল্পভুক্ত এলাকায় ৮টি দলে মোট ৩২ জন কৃষক আধুনিক কলাকৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে ব্লক Compact) আকারে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদনন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।			

				সমন্বিত কৃষি ৯৪৭ জন কৃষক পরিবার প্রশিক্ষণ পাবে না ৪০০ টি কৃষক পরিবারকে জৈব সার উৎপাদনের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্হা করা যেতে পারে। উপজেলার বিভিন্ন কৃষক দলের মাঝে আধুনিক কৃষি উপকরণ (পাওয়ার টিলার ,ট্রান্সপ্যান্টার,রিপার, ফুট পাম্প, ফিতা পাইপ ইত্যাদি) প্রদান করার ব্যবস্হা করা যেতে			
প্রাণিসম্পদ	উপজেলার গবাদি পশুপাখি পালনকারি পরিবারগণ আর্থিকভাবে ক্ষতির সম্মুখিন হচ্ছেন	উপজেলার সকল ইউনিয়ন তবে ভাটমারী কাকিনা,তুষভান্ডার, চলবলাতে গবাদি পুশু রোগের প্রার্দিভাব বেশি পরিলক্ষিত হচ্ছে	৬০ হাজার পরিবারের পরিবারের ২ লক্ষ ২০ হাজার গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়া ৭০ হাজার পরিবারের ৪ লক্ষাধিক দেশি মুরগী ,কবুতর ও হাঁস ।	গবাদি পশুপাখিকে পরিমানে সঠিক সময়ে কৃমিনাশক ও টিকা প্রদান না করার কারনে প্রতি বছর প্রচুর সংখ্যক গবাদি পশুপাখি বিভিন্ন রোগজনিত কারনে বিশেষতঃ গরু ও মহিষের ক্ষুরা রোগ, ছাগন ও ভেড়ার পিপিআর রোগ ও দেশী মুরগী রানীক্ষেত রোগে মারা যাচ্ছে।	উপজেলা প্রানীসম্পদ দপ্তর হতে ২ লক্ষ ২০ হাজার গবাদিপশুর জন্য বার্ষিক ২০ হাজার গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়া ৭০ হাজার পরিবারের ৪ লক্ষাধিক দেশি মুরগী ,কবুতর ও হাঁস ।	২ লক্ষ ২০ হাজার গবাদিপশুর জন্য ৫ বছরে ৩২ লক্ষ ডোজ টিকার প্রয়োজন হবে।	উপজেলা পরিষদ ৯০ হাজার ছাগল ও ভেড়ার পিপিআর রোগের প্রতিষেধক ২ লক্ষ ২০ হাজার গরু ছাগল ও ভেড়ার কৃমিনাশক, প্রতিষেদক টিকা প্রদান করা যেতে পারে ১ লক্ষ ৩০ হাজার গরু ও মহিষের ক্ষুরা রোগের প্রতিষেধক ও প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রদান করা যেতে পারে
মৎস্য	গ্রীষ্মকালে মৎস্য চাষিরা মাছ উৎপাদন করতে পারছে না	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	৩৫৬০ জন মৎস্য চাষী।	১। পুকুরগুলো যথেষ্ট পরিমানে গভীর না হওয়াতে গ্রীষ্মকালে উপজেলার অধিকাংশ পুকুর শুকিয়ে যায় এবং পানির অভাবে মাছ চাষ ব্যাহত হয়। ২। ভূগর্ভস্ পানির যথেষ্ট	১। "ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্য চাষ ও প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)" মাধ্যমে বাৎসরিক	৩০৫০ জন মৎস চাষিকে প্রশিক্ষণ পাবে না	১। ২০০ জন মৎস্য চাষীর স্বল্প মেয়াদী মাছ চাষের প্রশিক্ষণের ব্যবস্হা করা যেতে পারে । ২।৩৫৬০ জন মৎস্য চাষির মাঝে দল ভিত্তিক বিভিন্ন উপকরণ (এরেটর,

				ব্যবহারের ফলে ভূগর্ভস্ পানির গভীরতা কমে যাচ্ছে।	বরাদ্দ অনুযায়ী আনুমানিক ১০২ জন মৎস চাষিকে মাছ চাষের প্রশিক্ষণের প্রদান করা হচ্ছে। ২। "জলাশয় সংস্কারের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প" মাধ্য৯টি জলাশয় (৫.৮২ হেক্টর) সংস্কার করা হচ্ছে।		পিলেট মেশিন, জাল, পাম্প ইত্যাদি) প্রদান করা যেতে পারে ।
মহিলা বিষয়ক	উপজেলার হতদরিদ্র, বিধাব, প্রতিবন্ধী, তালাক প্রাপ্ত, স্বামী পরিত্যাক্তা নারীদের কর্মসংস্নের অভাব রয়েছে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন।	আনুমানিক ৮৫০০ জন নারী	১। প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও শিক্ষার অভাব। ২। দারিদ্রতার কারনে নারীরা বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হতে প্রশিক্ষণ নিতে পারেন না।	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কার্যালয় কর্তৃক পরিচালিত "মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র" ও "উপজেলা পর্যায়ে মহিলাদের আয়বর্ধক প্রশিক্ষন প্রকল্প" এর মাধ্যমে	৭৩০০ জন নারীর কর্মসংস্নের সুযোগ হতে বঞ্চিত হবেন।	১। ৩০০ জন নারীর কর্মসংস্ান সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষনের ব্যবস্া করা যেতে পারে। ২। প্রশিক্ষণার্থীদের সুবিধার্থে উপজেলা মহিলা
যোগাযোগ	জনগণ উপজেলার বিভিন্ন পরিষেবাগুলোতে গমনের ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	৭.৫৭ কিমি সড়ক ৮৫.৩২ কিমি (২৫ টি) ইউনিয়ন ও ৪৬৫.২৭ কিমি কিমি (১৬২ টি) গ্রামীণ সড়ক গ্রামীণ সড়ক কাঁচা ১২৫.৪৯কিমি পাকা সড়ক মেরামত প্রয়োজন	উপজেলার ৭.৫৭ কিমি ৮৫.৩২ কিমি (২৫ টি) ইউনিয়ন ও ৪৬৫.২৭ কিমি কিমি (১৬২ টি) গ্রামীণ সড়ক ও সংযোগকারী সড়ক কাঁচা হওয়াতে উপজেলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রিষেবাগুলো (স্কুল,কলেজ, হাসপাতাল, ধর্মীয়.তিষ্ঠান, হাট-বাজার, গ্রোথ সেন্টার ইত্যাদি) যাতায়তের ক্ষেত্রে জনগণ দুর্ভোগের শিকার হচ্ছে। ২।উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ	জনগুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প IRIDP-৩) এর মাধ্যমে আনুমানিক ৪০কিমি ইউনিয়ন ও গ্রামীণ সড়ক নির্মাণ করা হবে। রংপুর বিভাগ গ্রামীন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ২	৪০৭ কিমি গ্রামীণ সড়ক কাঁচা থেকে যাবে (এইচবিবি/আরসিসি) করা যেতে পারে	২৫০০ মিটার গাইড ওয়াল ও ২৫০০ মিটার ড্রেন নির্মাণ করা যেতে পারে বিভিন্ন গ্রামীণ সড়কে ২৪টি কার্লভাট করা যেতে পারে । বিভিন্ন গ্রামীণ সড়কে চাহিদামাফিক সোলার বাতি প্রদান করা যেতে পারে।

					(RDRIIP-২) এর মাধ্যমে আনুমানিক ৩০ কিমি ইউনিয়ন ও গ্রামীণ সড়ক নির্মাণ করা হবে। পল্লী সড়ক ব্রীজ/কালভাট		
সমবায়	উপজেলার আশ্রয়ন প্রকল্পসমূহে বসবাসরত পরিবারসমূহের খেলাপি ঋণের পরিমান বৃদ্ধি পাচ্ছে।	আশ্রয়ন প্রকল্প, মহিষামুড়ী আশ্রয়ণ প্রকল্প, উত্তর দলগ্রাম বড়দীঘির পাড়,উত্তর দলগ্রাম কালভৈরব, বোতলা আশ্রয়ণ প্রকল্প।	৮০০ পরিবার	নির্দিষ্ট কোন ট্রেডে প্রশিক্ষিত না হওয়াতে পরিবারসমূহ ঋণের সঠিক ব্যবহার করছে না। পরিবারের সদস্য বৃদ্ধি পাওয়াতে অনেক পরিবার ব্যরাক ছেড়ে চলে যাচ্ছে।	কার্যক্রম নেই	৮০০ পরিবার ঋণখেলাপি হয়ে	৫ টি আশ্রয়ণ প্রকল্প জরুরী ভিত্তিতে সংস্কার করা যেতে পারে। আশ্রয়ণে বসবাসরত ৮০০ পরিবারকে বিভিন্ন ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পাওে এবং তারপর সমবায় দপ্তর হতে ঋণ প্রদান করা যেতে পারে
সমবায়	উপজেলা সমবায় কার্যালয় হতে সমবায় সমিতির সদস্যদের সেবা প্রাপ্তি বিঘ্নিত হচ্ছে।	উপজেলা সমবায় কার্যালয়, উপজেলা পরিষদ, কালীগঞ্জ	নিবন্ধিত ৫২ টি কার্যকর সমবায় সমিতির ১০ হাজার (দশ) হাজার সদস্য	১। উপজেলা সমবায় কার্যালয়ের জরাজীর্ণ অবকাঠামো	কার্যক্রম নেই	নিবন্ধিত ৫২ টি কার্যকর সমবায় সমিতির ১০ হাজার (দশ) হাজার সদস্য	১। জরুরী ভিত্তিতে উপজেলা সমবায় কার্যালয়ের চালা, বারান্দা ও অন্যান্য অবকাঠামো সংস্কার ও উন্নয়ন করা যেতে পারে।
যুব উন্নয়ন	উপজেলা যুব উন্নয়ন কার্যালয়ে আগত সেবা গ্রহীতাদের†সবা প্রাপ্তি বিঘ্নিত হ‡”ছ।	উপজেলা যুব উন্নয়ন কার্যালয়, উপজেলা পরিষদ, কালীগঞ্জ		১। উপজেলা সমবায় কার্যালয়ের জরাজীর্ণ অবকাঠামো	কার্যক্রম নেই		১। জরুরী ভিত্তিতে উপজেলা যুব উন্নয়ন কার্যালয়ের চালা, বারান্দাও অন্যান্য অবকাঠামো সংস্কার ও উন্নয়ন করা যেতে পারে।
পল্লী উন্নয়ন	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কার্যালয় হতে ঋণ গ্রহীতারা ঋণ পরিশোধে অনীহা দেখাচ্ছেন এবং ঋণখেলাপি হয়ে যাচ্ছেন।	কালীগঞ্জ উপজেলার ০৮ টি ইউনিয়ন	৪০০০ জন ঋণ গ্রহীতা	১। গৃহীত ঋণের অর্থ সঠিক খাতে বিনিয়োগ করতে পারছে না। ২। ঋণের অর্থ পরিশোধে অনীহা ও অপারগতা প্রকাশ করা।	কার্যক্রম নেই	৪০০০ জন ঋণ গ্রহীতা	১। উপজেলা পরিষদ ৪০০০ জন ঋণ গ্রহীতার জন্য দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্া করতে পারে।

দুর্যোগ ব্যবস্পাপনা	দুর্যোগপূর্ব, দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে জনগণ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।	কালীগঞ্জ উপজেলার ০৮ টি ইউনিয়ন	উপজেলার সকল জনগণ	১। দুর্যোগের সময় জনগণের করণীয় সম্পর্কে ধারণার অভাব। ২। দুর্যোগকালীন ও পরবর্তী সময়ে উদ্ধারকার্য পরিচালনা করার জন্য প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক নেই।	১। দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে উপজেলা প্রকল্প বাস্ত্ড় বায়ন কর্মকর্তার কার্যালয় হতে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের মাঝে ত্রান সহায়তা প্রদান করা হয়।	উপজেলার সকল জনগণ	১। প্রতি ইউনিয়নে ০১ টি (০৮ ইউনিয়নে -০৮টি) দুর্যোগ ব্যবস্পাপনা স্বেচ্ছাসেবক দল গঠনে প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে। ২। মশক নিধনে ০৯টি ফগার মেশিন ক্রয় করা যেতে পারে।

বাজেটের সার-সংক্ষেপ

(অর্থ বছর ২০২০-২১)

অংশ-১ঃ

আয়			
প্রাপ্তির বিবরণ	পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত ২০১৯-২০	চলতি বৎসরের বাজেট বা চলতি বছরের সংশোধিত বাজেট ২০২০-২১	পরবর্তী বৎসরের বাজেট ২০২১-২২
হাট-বাজার ইজারার ৪১% টাকা আয়	১,৫০৮/০০	৭,৬৬,৩৩৪/০০	৮,৫৮,২৯৪/০০
বাসা-বাড়ী হতে প্রাপ্ত আয়	৭,৯৭,২৭৭/০০	১৪,৪৮৭২৬/০০	১৭,৮১৪০/০০
ভূমি উন্নয়ন করের ২% হতে আয়	২২,৫১৮/০০	২,৪৮,৫১৩/০০	৩,০০,০০০/০০
অন্যান্য(বিবিধ)	৪৪,৭০০/০০	১,৩৯,৭০০/০০	২,৪৩,১৩১/০০
মোট	৯,৬৬,০৪৮/০০	২৬,০৩,২৭৩/০০	৩২,০৯,৫৬৫/০০

৪.

৫. অংশ-১ রাজস্ব হিসাব

৬. ব্যয়

ব্যয়			
ব্যয়ের খাত	পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত ২০১৯-২০	চলতি বৎসরের বাজেট বা চলতি বছরের সংশোধিত বাজেট ২০২০-২১	পরবর্তী বৎসরের বাজেট ২০২১-২২
১	২	৩	৪
১) সাধারণ সংস্থাপন/প্রতিষ্ঠান			
ক) সম্মানী/ভাতা	১,৯২,৫০০/০০	৭,৪৫,১৩০/০০	৫,৯৪,০০০/০০
খ)কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন-ভাতা			
(১) পরিষদ কর্মচারী	২,৯০,৫৬০/০০	৩,২৩,৭০০/০০	৩,৯৩,৯০০/০০
(২) দায় যুক্ত ব্যয়(সরকারী কর্মচারী সম্পর্কিত)			
গ) অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয় (যাতায়াত-চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান)	--	--	১,০০,০০০/-
ঘ) আনুতোষিক তহবিলের স্থানান্ড্র	--	--	--
ঙ) যানবাহন মেরামত ও জ্বালানী	৯৩,৩৮০/০০	৩০,০০০/০০	৩০,০০০/০০
২) কর আদায়ের জন্য ব্যয়	--	--	--
৩) অন্যান্য ব্যয়	৩৯,০৫৩/০০	৬৭,১৮৮/০০	১,০০,০০০/০০
(ক) টেলিফোন	২৫,১৮৬/০০	৪৮,০০০/০০	৫০,০০০/০০
(খ) বিদ্যুৎ বিল	৫২,৬৫৭/০০	১,৭৫,০০০/০০	১,৫০,০০০/০০
(গ) পৌর কর	--	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০/০০
(ঘ) গ্যাস বিল(কম্পিউটার)	--	--	--

(ঙ) পানির বিল	--	--	--
(চ) ভূমি উন্নয়ন কর	৫,৮৫৪/০০	৫,৮৫৪/০০	১০,০০০/০০
(ছ) অভ্যন্ড়্রীন অডিট ব্যয়	--	--	৫০,০০০/-
(জ) মামলা খরচ	--	--	--
(ঝ) আপ্যায়ন ব্যয়	৬০,০০০/০০	৬০,০০০/০০	৬০,০০০/০০
(ঞ) রক্ষণাবেক্ষণ এবং সার্ভিস ব্যয় (বাসা,অফিস ভবন ও পানির পাম্প মেরামত)	৬,১৫,৯৭৬/০০	৫৪৯১০৬/০০	৬,০০,০০০/০০
(ট) অন্যান্য পরিশোযোগ্য কর/বিল(সার্ভে)	৩৬,৯২৫/০০	৪০,০০০/০০	৫০,০০০/০০
(ঠ) আনুষাঙ্গিক ব্যয়	২৪,০০০/০০	২৪,০০০/০০	২৪,০০০/০০
৪) কর আদায় খরচ(বিভিন্ন রেজিষ্ট্রার, ফরম,রশিদ বহি,আসবাবপত্র)	৯৭,৬৪২/০০	৫০,০০০/০০	৫০,০০০/০০
৫) বৃক্ষ রোপন ও রক্ষণাবেক্ষণ/মৎস্য চাষ	৫,১০০/০০	১৫,০০০/০০	১,০০,০০০/০০
৬) সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অনুদান	৪০,০০০/০০	২৫,০০০/০০	৫০,০০০/০০
(ক) উপজেলা এলাকার বিভিন্ন উন্নয়ন	--	--	৫০,০০০/০০
প্রতিষ্ঠান/ক্লাব আর্থিক অনুদান(হাট-বাজার রক্ষণাবেক্ষণ)	--	--	১,৬০,০০০/০০
৭) জাতীয় উদযাপন(অফিস সরঞ্জাম)	১৫,০০০/০০	৩০,০০০/০০	৯০৪৬২/০০
৮) খেলাধূলা ও সংস্কৃতি	--	৩০,০০০/০০	৫০,০০০/০০
৯) জরুরী ত্রাণ/অপ্রত্যাশিত ব্যয়	--	৩০,০০০/০০	১,০০,০০০/০০
১০) রাজস্ব উদ্বৃত্ত উন্নয়ন হিসেবে স্থানান্ড়্র	--	২০৫২৯৫/০০	২৪৭২০৩/০০
মোট ব্যয় (রাজস্ব হিসাব)	১৫,৯৪,২৩৫/০০	২৬,০৩,২৭৩/০০	৩২,০৯,৫৬৫/০০

৭.

৮. অংশ-২ উন্নয়ন হিসাব

৯. প্রাপ্তি

ব্যয়			
প্রাপ্তির বিবরণ	পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত ২০১৯-২০	চলতি বৎসরের বাজেট বা চলতি বছরের সংশোধিত বাজেট ২০২০-২১	পরবর্তী বৎসরের বাজেট ২০২১-২২
১) অনুদান(উন্নয়ন)			
(ক) সরকার	৬৬,৫০,২৪০/০০	৭১,০০,০০০/০০	৮০,০০,০০০/০০
(খ) অন্যান্য উৎস(যদি থাকে, নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে)	--	--	--
(গ) উপজেলা পরিষদের বাসা-বাড়ী	২৫,০০,০০০/০০	২৯,০০,০০০/০০	৩২,৪৮,০০০/০০

মেরামত করণ			
২) স্বেচ্ছা প্রণোধিত চাঁদা	--	--	--
রাজস্ব উদ্বৃত্ত	--	২০৫২৯৫/০০	২৪৭২০৩/০০
মোট প্রাপ্তি(উন্নয়ন হিসাব)	৯১,৫১,২৪০/০০	১০২০৫২৯৫/০০	১১৪৯৫২০৩/০০

১০.

১১. অংশ-২ উন্নয়ন হিসাব

১২. ব্যয়

ব্যয়			
ব্যয় বিবরণ	পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত ২০১৯-২০	চলতি বৎসরের বাজেট বা চলতি বছরের সংশোধিত বাজেট ২০২০-২১	পরবর্তী বৎসরের বাজেট ২০২১-২২
১	২	৩	৪
১) কৃষি ও সেচ	--	১০,০০,০০০/০০	১০,৪০,০০০/০০
২) শিল্প ও কুটির শিল্প	--	--	৪,০০,০০০/০০
৩) ভৌত অবকাঠামো	৯৯,৮৮৯/০০	২১,০০,০০০/০০	৬,৪০,০০০/০০
৪) আর্থ সামাজিক অবকাঠামো	--	১০,০০,০০০/০০	৪০,০০০/০০
৫) ক্রীড়া ও সাংস্কৃতি	১,০০,০০০/০০	৫,০০,০০০/০০	৪,০০,০০০/০০
৬) বিবিধ(প্রয়োজনে অন্যান্য খাতের এরূপ ব্যয় উল্লেখ করিতে হইবে)	২০,৯৮,৫৫০/০০	--	৪,০০,০০০/০০
পরিষদের বাসা-বাড়ী মেরামত বাবদ	৩৫,২৬০/০০	২৯,০০,০০০/০০	৩২,৪৮,০০০/০০
৭) সেবা(মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ)	৪৫,১৮,৮৯৬/০০	৫,০০,০০০/০০	৪,০০,০০০/০০
৮) শিক্ষা	১১,০০,০০০/০০	১০,০০,০০০/০০	১১১৬৬১৩/০০
৯) স্বাস্থ্য	১১,৯৭,৬৪৫/০০	১০,০০,০০০/০০	৯,৬০,০০০/০০
১০) দারিদ্র্যহ্রাসকরণঃ সামাজিক নিরাপত্তা ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা	--	--	৪,০০,০০০/০০
১১) পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়	--	--	৪,০০,০০০/০০
১২) মহিলা যুব ও শিশু উন্নয়ন	--	--	৮,০০,০০০/০০
১৩) দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ	--	--	৮০,০০০/০০
১৪) ৩০/৬/১৩ খ্রিঃ তারিখে সমাপ্তি জের(অন্যান্য ও বিবিধি)	--	--	২,৪০,০০০/০০
১৫) ৩০/৬/১৩ খ্রিঃ তারিখে তামাদি	১,৭৬০/-	২০৫২৯৫/০০	২০৫২৯৫/০০

মোট ব্যয় (উন্নয়ন হিসাব)	৯১,৫০,২৪৯/০০	১০২০৫২৯৫/০০	১১৪১৫২০৩/০০

১৩.

১৪. ফরম - ঘ

১৫. (বিধি - ৫ দ্রষ্টব্য)

১৬. উপজেলার কোন বিশেষ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সরকার হইতে প্রাপ্ত অর্থের বিবরণী

১৭. অর্থ বৎসরঃ ২০২০-২০২১

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণী	সরকার হইতে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ	চলতি অর্থ বৎসরে ব্যয়িত অথবা সম্ভাব্য ব্যয়ের পরিমাণ	সম্ভাব্য স্থিতি	মন্ড্ব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
০১.	উপজেলা পরিষদের বাসা-বাড়ী মেরামত/সংস্কার	২৯,০০,০০০/-	২৯,০০,০০০/-	--	--
সর্বমোট =		২৯,০০,০০০/-	২৯,০০,০০০/-	--	--

৫. বিভিন্ন উৎস হতে উপজেলায় পরিচালিত উন্নয়ন কার্যক্রম

উন্নয়নের ফলাফলকে সর্বাধিক করতে এবং উপজেলা স্তরে সীমিত সম্পদের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করতে উপজেলা পরিষদে হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের সাথে উত্তম সমন্বয় ও সহযোগিতা এমনভাবে নিশ্চিত করবে যেন বিভিন্ন প্রকল্প/পরিকল্পনার মধ্যে পরিপূরকতা ও সাযুজ্য (Sznergy) তৈরি করা যায়। উপজেলা পরিষদের সরাসরি নিয়ন্ত্রনে রয়েছে উপজেলার ভেতর চলমান বা গৃহিতব্য অন্যান্য উন্নয়ন কার্যক্রমগুলো কি তা না বুঝে উপজেলা পরিষদ একটি সমন্বিত বার্ষিক পরিকল্পনা করতে সক্ষম হবেন না। বা অন্য দিকে উপজেলার উন্নয়নে তার সীমিত সম্পদ সমূহের দক্ষ ব্যবহারও নিশ্চিত করতে হবে।

প্রতি বছর উপজেলা পরিষদ তার বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নকালে বিভিন্ন উৎস্য হতে উপজেলায় পরিচালিত উন্নয়ণ কার্যক্রম হালনাগাদ করবে এতে করে উপজেলা পরিষদ সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে দ্বৈত্বতা পরিহার করতে পারে এবং প্রধান প্রধান উন্নয়ণ খাত গুলোতে চাহিদা ও সম্পদের মধ্যে যদি পার্থক্য থেকে থাকে তাও সনাক্ত করবে করতে পারবে।

ঝিনাইগাতী উপজেলার বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ২০২০-২১ প্রণয়নকালে ভৌগলিক সীমানার মধ্যে বিভিন্ন উৎস্য হতে পরিচালিত সম্ভ্যাব্য সকল উন্নয়ন কার্যক্রম লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করেছে যেখানে বিগত দুই বছরের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের বরাদ্দের কথা উল্লেখ করেছে। ঝিনাইগাতী উপজেলার বিভিন্ন উৎস্য হতে চলমান উন্নয়ন কার্যক্রম পর্যালোচনা করে দেখা গেছে শিক্ষা খাতে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা খাতের তুলনা প্রাথমিক শিক্ষা খাতে জাতীয় সরকারের পদক্ষেপ বেশি। অবকাঠামোগত প্রাথমিক শিক্ষায় বেশি বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। একইভাবে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সড়ক নির্মাণে সংস্কার জাতীয় সরকার বেশি বরাদ্দ প্রদান করেন।

ছক ৪: উপজেলায় বিভিন্ন উৎস হতে পরিচালিত উন্নয়ন কার্যক্রম

খাত	পরিকল্পনা/ কল্পের নাম	অভিষ্ঠ গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিপ্ত	অভিষ্ঠ এলাকা/ ইউনিয়ন নাম	প্রকল্পে মেয়াদ	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান ২০১৭-১৮	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান ২০১৮-১৯
জাতীয় পরিকল্পনা ও প্রকল্প						
শিক্ষা	সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প পিইডিপি ৩/৪	বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ, পুনঃনির্মাণ, বড় ধরনের সংস্কার, ও আসবাবপত্র সরবরাহের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সমস্যার সমাধান ও অত্র				

	(PEDP 3/ 4)	বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিতকরণ। পিইডিপি ৪ এর আওতায় ২০২০-২১ অর্থ বছরে ১১টি বিদ্যালয়ে শ্রেনীকক্ষ সম্প্রসারন অনুমোদিত হয়েছে				
শিক্ষা		২০২০-২১ অর্থ বছরে পিইডিপি ৪ এর আওতায় ৬ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় মেরামত ও ৩ টি বিদ্যালয়ের সীমানা প্রাচীরের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। পিইডিপি ৩ এর আওতায় উপজেলা রিসোর্স সেন্টারের মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৭৫৮ জন শিক্ষককে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণপ্রদান।এর আওতায় বিদ্যালয় ভবন মেরামতের জন্য বিদ্যালয় প্রতি ২ লক্ষ টাকা করে ৬০ টি বিদ্যালয় মেরামতের চাহিদা প্রেরণ করা হয়েছে। পিইডিপি ৩ এর আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১ লক্ষ টাকা করে ৫টি বিদ্যালয়ে এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরে পিইডিপি ৪ এর আওতায় ২ লক্ষ টাকা করে ২৫টি বিদ্যালয় মেরামত ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে পিইডিপি ৪ এর আওতায় ৪০,০০০ টাকা করে ৯৯ টি বিদ্যালয় মেরামত করা হয়।২০১৭-১৮ অর্থবছরে পিইডিপি-৩ এর আওতায় ৬ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় মেরামত ও ৩ টি বিদ্যালয়ের সীমানা প্রাচীরের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে।	**উপজেলা সকল ইউনিয়ন**	**২০২০-২১**		
শিক্ষা	চাহিদা ভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প -১ (NBIDGPS	কালীগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ, পুনঃনির্মাণ, বড় ধরনের সংস্কার, ও আসবাবপত্র সরবরাহের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সমস্যার সমাধান ও অত্র বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিতকরণ । এ প্রকল্পের আওতায়	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৭-১৮ হতে ২০২২-২৩	৫০,৬০,৫০০	৮০,৮৩,৫৪২
শিক্ষা	চাহিদা ভিত্তিক নুতন জাতীয়করনকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প -১ (NBIDNN GPS1))	কালীগঞ্জ উপজেলার সদ্য জাতীয়করণকৃত সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে অতিরিক্ত শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ, পুনঃনির্মাণ, বড় ধরনের সংস্কার, ও আসবাবপত্র সরবরাহের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সমস্যার সমাধান ও অত্র বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৭-১৮ হতে ২০২২-২৩	৫০,৬০,৫০০	৮০,৮৩,৫৪২
শিক্ষা	রাজস্ব খাতের বিদ্যালয় মেরামত	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে রাজস্ব খাতের মাধ্যমে ১.৫ লক্ষ টাকা করে ১৯ টি বিদ্যালয় মেরামতও সংস্কার করা হয়।	উপজেলার সকল	চলমান কর্মসূচী	০০	২৮,৫০,০০০
শিক্ষা	প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্প (৩য় পর্যায়)	উপজেলার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত সকল শিক্ষার্থীকে শিক্ষা বৃত্তি প্রদান	উপজেলার ১৬৫ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	চলমান কর্মসূচী	২,৫৯,১৩,৪০০ ২,৫৯,১৩,৪০০	
শিক্ষা	School Level Implementation Plan	উপজেলার সকল ১৬৬ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠদান উন্নয়নে স্কুল ম্যানেজিং কমিটির মাধ্যমে প্রতিটিতে ৫০-৭০ হাজার টাকা প্রদান	উপজেলার ১৬৫ টি সরকারি প্রাথমিক	চলমান কর্মসূচী	৬৬,০০,০০০ ৮৮,৩০,০০০	
শিক্ষা	খেলাধুলার সামগ্রী প্রদান	২০১৯-২০ অর্থ বছরে ১০ টি বিদ্যালয়ে খেলাধুলার সামগ্রী প্রদানের জন্য চাহিদা প্রেরণ করা হয়েছে।	উপজেলার ১৬৫ টি সরকারি বিদ্যালয়			

শিক্ষা	সোলার প্যানেল স্পাপন	২০১৯-২০ অর্থ বছরে বিদ্যুৎ নেই এমন ১৮ টি বিদ্যালয়ে সোলার প্যানেল স্পাপনের জন্য চাহিদা প্রেরণ করা হয়েছে।	উপজেলার ----- টি সরকারি বিদ্যালয়			
শিক্ষা	প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা উপকরন ক্রয়	উপজেলার ১৬৫ টি স প্রা বিদ্যালয়ের ১৬৫ টি প্রাক প্রাথমিক শ্রেণীকক্ষের উন্নয়ন।	উপজেলার ----- টি সরকারি বিদ্যালয়	চলমান কর্মসূচী		
শিক্ষা	উপজেলার স প্রা বিদ্যালয়ের টয়লেট মেরামত ও সংস্কার।	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ১০,০০০ টাকা করে ৩৮ টি বিদ্যালয়ের ৭২ টি ওয়াশ ব-কের রুটিন মেইনটেনেন্স করা হয়।	উপজেলার ----- টি সরকারি বিদ্যালয়	চলমান কর্মসূচী		
শিক্ষা	সাব ক্লাস্টার ট্রেনিং	১৬৫ টি স প্রা বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষকদের ৩৭ টি ক্লাস্টারে ভাগ করে ৩ মাস অন্তর ১ দিন মেয়াদী প্রশিক্ষণ।	উপজেলার ----- টি সরকারি বিদ্যালয়	চলমান কর্মসূচী		
শিক্ষা	UITRCE, BANBEIS	প্রকল্পের আওতায় উপজেলাস্ মাধ্যমিক পর্যায়ের সকল শিক্ষক আইসিটির বেসিক প্রশিক্ষণের সুযোগ লাভ করেছে। ফলে শ্রেনিকক্ষে মাল্টিমিডিয়া ক্লাস পরিচালনাসহ অনলাইনে বিভিন্ন কাজ পরিচালনা করতে শিক্ষকগণ দক্ষতা অর্জন করেছে।	উপজেলার সকল স্কুল ও মাদ্রাসার শিক্ষকবৃন্দ	চলমান কর্মসূচী		
শিক্ষা	মাধ্যমিক পর্যায়ে উপবৃত্তি প্রকল্প (SESIP)	০৩ টি উপবৃত্তি প্রকল্পের মাধ্যমে সমাজের অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠির শিক্ষা কার্যক্রমে সরকার সহায়তা করছে। ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহন উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ঝরে পড়ার হার অনেকাংশে রোধ হয়েছে।	উপজেলার সকল স্কুল ও মাদ্রাসার শিক্ষকবৃন্দ	চলমান কর্মসূচী		
অবকাঠামো উন্নয়ন	জনগুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প -২ (IRIDP-2)	হাতিয়া উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ের বিভিন্ন গ্রামীণ সড়ক, ব্রীজ, কার্লভাট নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন করা। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে গ্রামীণ সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্হার উন্নয়ন , কৃষি পন্য বাজারজাতকরণের জন্য গ্রাম ও বাজার/গ্রোথ সেন্টারের মাঝে যোগাযোগ ব্যবস্হার উন্নয়ন, গ্রামীণ জনপদে কর্মসংস্হান সুযোগ তৈরী করার মাধ্যমে গ্রামীণ জনপদের উন্নয়ন করাএই প্রকল্পের আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে উপজেলার ১০ টি সড়কের ৮.৯৬ কি মিও ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২টি সড়ক পাকা করা হয়	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৫-২০২০	৪,৯৪,২২,০৮৮ ১,৭১,২৬.৯০৫	
অবকাঠামো উন্নয়ন	রংপুর বিভাগ গ্রামীন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প -২ (RDRIIP-2)	উপজেলা হেডকোয়ার্টারের সাথে বিভিন্ন ইউনিয়ন সেন্টার, গ্রোথ সেন্টার, ও গ্রামের যোগাযোগ সহজতর করার লক্ষ্যে সড়ক, ব্রীজ, কার্লভাট তৈরি করা। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন করে এলাকার আর্থ সামাজিক উন্নয়ন, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও গ্রামীণ জনপদে কর্মসংস্হান সৃষ্টির মাধ্যমে এলাকার জনগনের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন। এই প্রকল্পের আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে উপজেলার ১২ টি সড়কের ২৪ কি মি পাকা করা হয় এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৫ টি সড়কের ১১.৪২ কি মি পাকা করার কাজ চলমান আছে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৩-২০১৯	২৫,৮৭,২০,৪৮৭	৪৪,১৯,০৬৭
অবকাঠামো উন্নয়ন	পল্লী সড়ক ও ব্রীজ/কালভার্ট মেরামত কর্মসুচী (GOBM)	গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামো পুনঃনির্মাণ করে গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্হা সহজতর করা এবং এলাকার জনগনের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে এই প্রকল্পের আওতায় ২০১৭-১৮	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী	১,৬৩,২৪,৫৩১ ৬,৪৫,৯০,৩১৮	

		অর্থবছরে উপজেলার ৭ টি সড়কের ১৪.৫ কি মি মেরামত করা হয় এবং ২০১৮-১৯ সালে ১৩ টি সড়কের ২৯.৮৬ কি মি মেরামত করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরের জন্য ১৪ টি সড়কের জন্য ৩,৮৩,৪১,৫৪১ টাকার প্রাক্কালন নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।				
অবকাঠামো উন্নয়ন	শহর ও ইউনিয়ন ভুমি অফিস নির্মাণ প্রকল্প (CTULO)	এই প্রকল্পের আওতায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে উপজেলার ৩টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ করা হচ্ছে।	তুষভান্ডার, ভোটমারী, দলগ্রাম ইউনিয়ন	২০১৬-২০১৯	০০ ১,৫১,২১,১৫০	
অবকাঠামো উন্নয়ন	ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মান প্রকল্প -২ (UCCP-2)	উপজেলার চন্দ্রপুর ও কাকিনা ইউনিয়ন পরিষদ ভবন নির্মাণ।	চন্দ্রপুর ও কাকিনা ইউনিয়ন	২০১১-২০২০	২,০০,১৫,২১৭ ০০	
অবকাঠামো উন্নয়ন	সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	এই প্রকল্পের আওতায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২৩ টি সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংস্কার ও মেরামত করা হচ্ছে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৭-২০২০	০০ ৭৬,০৭,৮৩৬	
অবকাঠামো উন্নয়ন	সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (GSIDP)	এই প্রকল্পের আওতায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২৩ টি সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংস্কার ও মেরামত করা হচ্ছে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৭-২০২০	০০ ৭৬,০৭,৮৩৬	
অবকাঠামো উন্নয়ন	রুরাল কমিউনিটি ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (RCIP)	২০১৯-২০ অর্থবছরে শুরুহওয়া রুরাল কমিউনিটি ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (RCIP) এর আওতায় আনুমানিক ১৯ কিমি গ্রামীণ সড়ক মেরামত করাহবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৮-২০২২	--	--
অবকাঠামো উন্নয়ন	রংপুর বিভাগ কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প	রংপুর বিভাগ কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে সড়ক নির্মাণও সেচ নালা পাকা করা হবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৮-২০২২	--	--
অবকাঠামো উন্নয়ন	উপজেলা শহর (পৌরসভা নেই) মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (UTMIDP)	উপজেলা শহর (পৌরসভা নেই) মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন ওঅবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (UTMIDP) এর আওতায় সড়ক ও ড্রেন নির্মাণ করা হবে।	কালীগঞ্জ উপজেলা	২০১৮-২০২২	--	--
দুর্যোগ ব্যবস্পনা ও ত্রাণ	কাবিখা	দুর্যোগ ব্যবস্পনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে দুর্যোগ ব্যবস্পনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচী বাস্তবায়িত হচ্ছে । এ কর্মসুচীর আওতায় প্রতি বছর গড়ে ১,০০০০০০০/-(এক কোটি) টাকার প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৪১টি ও ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৪১ টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে	উপজেলার ৮ টি ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী	৮৪,৪৯,২২২ ও ২৮৩.৩৫ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য	৩৭১.৫ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য
দুর্যোগ ব্যবস্পনা ও ত্রাণ	টি আর/কাবিটা কর্মসূচীর আওতায় সোলার প্যানেল স্পন	দুর্যোগ ব্যবস্পনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে দুর্যোগ ব্যবস্পনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষন কর্মসূচীর(টি আর/ কাবিটা) আওতায় সোলার প্যানেল স্পন করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় প্রতি বছর গড়ে ১০০০ হতে ১২০০ পরিবার/প্রতিষ্ঠানে সোলার স্পন করা হয় ।২০১৮-১৯ অর্থ বছরে কাবিটা/টি আর প্রকল্পের	উপজেলার ৮ টি ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী	২,০৬,৯৮,১২৭ ২,২৮,১৫,৮৭১	

		আওতায় সোলার প্যানেল স্পন সংক্রান্ত ৮২ টি প্রকল্পবাস্তবায়িত হয়েছে				
দুর্যোগ ব্যবস্পনা ও ত্রাণ	ইজিপিপি	দুর্যোগ ব্যবস্পনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে দুর্যোগ ব্যবস্পনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে কর্মহীন সময়ে দরিদ্রদের কর্মসংস্পন কর্মসূচী বাস্তবায়িত হচ্ছে । প্রকল্পটি দারিদ্র বিমোচনের লক্ষে পিছিয়ে পরা গ্রামীন জনগোষ্ঠির সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান করে আসছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১৩২ টি প্রকল্প এবং ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। এ কর্মসূচীর আওতায় ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে কালীগঞ্জ উপজেলায় মোট ১৯৫২ জনের কর্মসংস্পন করা হয়েছে ।	উপজেলার ৮ টি ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী	৩,৩১,৭৭,৮১২৩,২৮,৭৩,৪৩৮	
দুর্যোগ ব্যবস্পনা ও ত্রাণ	টিআর	দুর্যোগ ব্যবস্পনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে দুর্যোগ ব্যবস্পনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষন কর্মসূচী বাস্তবায়িতহচ্ছে । প্রকল্পটি দারিদ্র বিমোচনের লক্ষে পিছিয়ে পরা গ্রামীন জনগোষ্ঠির সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান করে আসছে। কালীগঞ্জ উপজেলায় প্রকল্পের আওতায় কর্মসংস্পন সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্রতা অনেক হ্রাস পেয়েছে ও গ্রামীণ মাটির রাস্তাসমূহ ও শিক্ষা/সামাজিক প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন হয়েছে ।এ কর্মসুচীর আওতায় প্রতি বছর গড়ে ১,০০০০০০০/- (এক কোটি) টাকার প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়। টি আর প্রকল্পের আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ২০৫ টি প্রকল্প ও ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ১৫৫ টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে।	উপজেলার ৮ টি ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী	১.৩১,৪১,২৭৯ ১,০০,৪৬,০০৪	
দুর্যোগ ব্যবস্পনা ও ত্রাণ	দুর্যোগ সহিষ্ণু ঘর নির্মাণ প্রকল্প	২০১৮-১৯ অর্থবছরে উপজেলায় ৫৬ টি পরিবারের মাঝে দুর্যোগ সহিষ্ণু ঘর নির্মাণ করা হচ্ছে।	উপজেলার ৮ টি ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী	০০ ১,৪৪,৭৭,৭৩৬	
দুর্যোগ ব্যবস্পনা ও ত্রাণ	সেতু/ কার্লভাট নির্মাণ	দুর্যোগ ব্যবস্পনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ২টি প্রকল্প ও ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে।		চলমান কর্মসূচী	৬৪,৭৯,২৭৬ ২,০৮,৯৪,৪৮৯	
দুর্যোগ ব্যবস্পনা ও ত্রাণ	এইচবিবি করণ	দুর্যোগ ব্যবস্পনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১টি প্রকল্প ও ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে।২০১৯-২০ অর্থবছরে এইচবিবি করার জন্য ২,১৫,১২,০০০ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।		চলমান কর্মসূচী	৬৪,৭৯,২৭৬ ২,০৮,৯৪,৪৮৯	
দুর্যোগ ব্যবস্পনা ও ত্রাণ	ভিজিএফ কার্যক্রম	ভিজিএফ একটি মানবিক সহায়তা কর্মসূচি যার মাধ্যমে সরকার গরীব পরিবারের মাঝে ধর্মীয় উৎসব ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের মাঝে খাদ্যশস্য বিতরণ করে থাকে।	উপজেলার ৭ টি ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী	৪৩৫.৯৭ মেট্রিক টন	১৯৩.৭৭ মেট্রিক টন
জনস্বাস্য	১.পল্লী অঞ্চলে পানি সরবরাহ প্রকল্প ২.সীট মহল প্রকল্প ৩.অগ্রাধিকারমূ লক গ্রামীণ পানি সরবরাহ প্রকল্প জাতীয় স্যানিটেশন প্রকল্প	পানি সরবরাহ প্রকল্পগুলো অত্র এলাকার হতদরিদ্র জনগোষ্ঠি/বিদ্যালয়ের জন্য আর্সেনিকমুক্ত নিরাপদ পানি সরবরাহ করায় সাধারণ জনগণ ও স্কুলের ছাত্রছাত্রিরা বিভিন্ন প্রকার পানিবাহিত রোগ হতে মুক্তি পাচ্ছে। বর্তমানে অত্র এলাকায় নিরাপদ পানির কভারেজ ৯৪.৯২% এ পৌঁছে গেছে। অপরদিকে জাতীয় স্যানিটেশন প্রকল্প অত্র এলাকার হতদরিদ্র জনগোষ্ঠি/বিদ্যালয়ের জন্য স্বাস্যসম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্প নিশ্চিত	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৫ সাল হতে চলমান ২০১৭ সাল হতে চলমান ২০১৮ সাল হতে চলমান ২০০৩		

				সাল হতে চলমান		
স্বাস্থ্য	কমিউনিটি ক্লিনিক প্রকল্প	উপজেলার ২২ টি কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়ন।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী	৬৭,৮৭,২০০	৯০,০০,০০০
স্বাস্থ্য	ই পি আই কার্যক্রম	উপজেলার ০ থেকে ১৮ মাস বয়সী শিশুদের পোলিও, হাম, রুবেলা, যক্ষ্মা ইত্যাদি রোগের টিকা প্রদান।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী	৩,০৭,১৪০	৩,১৬,০০০
পরিবার পরিকল্পনা	দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ওয়ার্ড ভিত্তিক স্যাটেলাইট ক্লিনিক যথাযথভাবে সম্পাদন (উপজেলার ৭২টি ওয়ার্ডে ৫২টি স্যাটেলাইট চালু রয়েছে।)	গর্ভবতী মা ও শিশু, নবজাতক, কিশোর-কিশোরী, দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এবং সাধারণ রোগীদের মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হচ্ছে। (১) গর্ভবতী মায়ের ANC I PNC সেবা নিশ্চিত করণ; (২) নবজাতকের সেবা নিশ্চিত করণ; (৩) শিশুদের পুষ্টি সেবা নিশ্চিত করণ; (৪) কিশোর - কিশোরীদের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করণ; (৫) স্বল্পমূল্যে ডায়াবেটিকস রোগী সনাক্তকরণ; (৬) স্বল্পমূল্যে রক্তের গ্রুপিং সনাক্তকরণ। (৭) বিপি মেশিনের মাধ্যমে রক্তের চাপ তথা প্রেসার নির্ণয়। (৮) অন্যান্য সাধারণ রোগীর সেবা নিশ্চিত করণ। (৯) পরিবার পরিকল্পনা সেবা নিশ্চিত করণ এবং ড্রোপ আউটের হার কমিয়ে আনা সম্ভব।	ঝিনাইগাতী উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৭ সাল হতে ২০২২ সাল পর্যন্ত ৫ বৎসর।	--	--
পরিবার পরিকল্পনা	UH&FWC গুলোতে প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারী চালুকরণ	ঝিনাইগাতী উপজেলাধীন ০৭টি ইউনিয়নের প্রতিটি গর্ভবতী মা। মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের ফলে গর্ভবতী মায়েদের (১) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তি দ্বারা প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারী করানো যাবে। (২) মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর হার কমানো সম্ভব হবে। (৩) প্রসব পরবর্তী পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে প্রয়োগ সাধন।	ঝিনাইগাতী উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৭ সাল হতে ২০২২ সাল পর্যন্ত ৫ বৎসর।	--	--
পরিবার পরিকল্পনা	গ্রাম/ওয়ার্ড/ পাড়া ভিত্তিক উঠান বৈঠক ও মা সমাবেশের মত অবহিতকরণ কর্মশালা সম্পাদন।	সকল মহিলা, কিশোর- কিশোরী এবং অবহেলিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠী।এর ফলে (১) বাল্য বিয়ে হ্রাস পাবে। (২) পরিকল্পিত পরিবার গঠন সম্ভব হবে; (৩) মায়েদের স্বাস্থ্য জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে; (৪) পরিবার পরিকল্পনার পদ্ধতিগত জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে; (৫) প্রতিবন্ধী শিশুর জন্ম হ্রাস পাবে।	ঝিনাইগাতী উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৭ সাল হতে ২০২২ সাল পর্যন্ত ৫ বৎসর।	--	--
পল্লী উন্নয়ন	উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদেও কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি	প্রকল্পটি উদকনিক-২য় পর্যায় বৃহত্তর রংপুর বিভাগে ৩৫টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটি দারিদ্র বিমোচনের লক্ষে পিছিয়ে পরা গ্রামিন জনগোষ্ঠি বিশেষ করে মহিলাদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। প্রকল্পটির আওতায় ৬০ দিন ব্যাপী দক্ষ প্রশিক্ষকের মাধ্যমে বিভিন্ন দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ (যেমন-সেলাই, এমব্রয়টারী, শতরঞ্জি, মোবাইল সার্ভিসিং, ব্লক বাটিক ইত্যাদি) প্রদান করা হয়। পরবর্তী কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষে স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান করা হয়। ফলে কালীগঞ্জ উপজেলায় উদকনিক প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্রতা অনেক হ্রাস পেয়েছে।	৩টি ইউনিয়ন (তুষভান্ডার, ঝিনাইগাতী ও নলকুড়া	সাল থেকে মার্চ/২০ সাল পর্যন্ত ৬ বছর।		
পল্লী	পিআরডিপি-৩	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়র বোর্ডের আওতায়	উপজেলার	জুলাই/১৫	৪,৭৬,৬০০	২,৮৫,১০০

উন্নয়ন		অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (পিআরডিপি-৩)। প্রকল্পটি উদ্দেশ্য হলো পকেল্প এলাকায় সফলভাবে লিংক মডেল বাস্তবায়ন এবং সম্প্রসারণ ঘটানো। গ্রাম ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ক্ষুদ্র অথচ গ্রামবাসির জন্য অতি প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামো ভিডিসি স্কিম হিসাবে রাস্তা, কালভার্ট, স্কাল মেরামত, ড্রেনেজ, টিউবয়েল, স্যানিটারী ল্যাট্রিন ইত্যাদি স্কিমসমূহ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। স্কীমের ১,০০,০০০/-(এক লক্ষ) টাকার মধ্যে প্রকল্প সহায়তা ৭০%(৭০,০০০/-), গ্রামবাসীর অংশ ২০%(২০,০০০/-) এবং ইউপির অংশ ১০%(১০,০০০/-)। পিআরডিপি-৩ প্রকল্পের ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ২ স্কিম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।	অবশিষ্ট ৪টি ইউনিয়ন	থেকে জুন/২০ সাল পর্যন্ত।		
কৃষি	চাষী পর্যায়ে পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ	প্রকল্পভুক্ত এলাকায় ১২৫টি দলে মোট ১৮৭৫ জন কৃষক আধুনিক কলাকৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে ব্লক (Compact) আকারে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন করবে। অত্র এলাকায় উল্লিখিত ফসলসমূহের বীজের চাহিদা পূরণ হবে।	উপজেলার ৭টি ইউনিয়ন	২০১৩-১৪ হতে ২০১৭-১৮	৪,৫৬,৬০০	০০
কৃষি	চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষন ও বিতরণ প্রকল্প	প্রকল্পভুক্ত এলাকায় ৮টি দলে মোট ৩২ জন কৃষক আধুনিক কলাকৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে ব্লক (Compact) আকারে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন করবে। পাশাপাশি মৌ পালনের মাধ্যমে ২ টন মধু উৎপাদন করা হবে। অত্র এলাকায় উল্লিখিত ফসলসমূহের বীজের চাহিদা	উপজেলার ৭টি ইউনিয়ন (৭টি*SME গঠিত হবে)	২০১৩-১৪ হতে ২০১৭-১৮	৮২,৭৩০	০০
কৃষি	কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষন ও বিতরণ প্রকল্প	চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষন ও বিতরণ প্রকল্পটি ২০১৮-১৯ হতে এই নামে চলমান আছে।	উপজেলার ৭টি ইউনিয়ন (৭টি*SME গঠিত হবে)	২০১৮-১৯ হতে ২০২২-২৩	০০	১,৯৬,৬৩০
কৃষি	সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্প	প্রকল্পভুক্ত এলাকায় ৮টি কৃষক দলে মোট ৫০৫ জন কৃষকের মাধ্যমে বহুবিধ শস্য প্রবর্তন, আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও কৃষি যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা এবং পারিবারিক পুষ্টির চাহিদা নিরুপণ করা।	উপজেলার ৭টি ইউনিয়ন	২০১৪-১৫ হতে ২০১৮-১৯	৫,৫৪,০০০	৫,৪৭,৫০০
কৃষি	খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি (২য় পর্যায়) প্রকল্প	বরাদ্দমাফিক অগ্রাধিকার তালিকাভূক্ত কৃষকদের ৫০% উন্নয়ন সহায়তায় আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ করা হবে। ফলে কৃষি কাজে কৃষকদের অর্থ ও শ্রম ও সময় সাশ্রয় হবে।	উপজেলার ৭টি ইউনিয়ন	২০১১-১১ হতে ২০১৮-১৯	১,৬৯,৭০০	৯৭৭৫০
কৃষি	কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্প	কৃষি আবহাওয়া তথ্য বিষয়ক কেন্দ্র স্থাপন	উপজেলার ৭টি ইউনিয়ন	২০১৭-১৮ হতে ২০২১-২২	০০	১০,০০০
কৃষি	উপজেলা পর্যায়ে প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য কৃষক প্রশিক্ষণ ৩য় পর্যায় প্রকল্প	ইউনিয়ন কৃষক সেবা কেন্দ্র নির্মাণের মাধ্যমে ১৫০০০ জন কৃষককে দ্রুত কৃষি সেবা প্রদান করা যাবে।	ধানশাইল ইউনিয়ন	২০১৮-১৯ হতে ২০২৩-২৪	০০	০০
কৃষি	ইন্টিগ্রেটেড	এই প্রকল্পের আওতায় কৃষক মাঠ স্কুলের	উপজেলার	২০১৩-	৭,৪৬,২৫২	২,৯১,০০০

	ফার্ম ম্যানেজমেন্ট কম্পোনেন্ট (জিওবি ও আরপিও)	মাধ্যমে ১৩৭৫ জন কৃষক/কৃষাণী কে কৃষি জ্ঞান প্রদান করা হয়েছে।	৭টি ইউনিয়ন	১৪ হতে ২০১৭-১৮		
কৃষি	রাজস্ব খাতের অর্থায়নে প্রযুক্তি প্রবর্তন ও সম্প্রসারণ কর্মসূচী	অত্র এলাকার কৃষকদের আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারে অভ্যস্ত করে তোলা, শস্য বহুমুখীকরণ করা, উচ্চমূল্যের ফসল আবাদ বৃদ্ধি করা এবং টেকসই কৃষি উন্নয়ন নিশ্চিত করা।	উপজেলার ৭টি ইউনিয়ন	২০১৬-১৭ হতে ২০২২-২৩	০০	১৭,৯১,২৫০
কৃষি	রংপুর বিভাগ কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্পের	রংপুর বিভাগ কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ১০০ মিটার সেচ নালা পাকা করা হবে।	উপজেলার ৭টি ইউনিয়ন	২০১৮-১৯ হতে ২০২২-২৩	০০	১,৬৬,৫০০
প্রাণিসম্পদ	কৃষিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারন ও ভ্রণ স্হানান্তর প্রযুক্তি বাস্তবায়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)	এই প্রকল্পটি বাংলাদেশের গবাদি পশুর জাত উন্নয়নের মাধ্যমে দুধ ও মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং জনগনের আমিষের চাহিদা পূরন করার লক্ষে সৃষ্টি।	উপজেলার ৭টি ইউনিয়ন	২০১৮-১৯ হতে ২০২২-২৩	০০	১,৬৬,৫০০
প্রাণিসম্পদ	সমাজভিত্তিক ও বাণিজ্যিক ভেড়া উন্নয়ন প্রকল্প	ভেড়া প্রতিপালনের উপর ২০ জন খামারিকে ২০১৭-১৮ সালে ৫ দিন ব্যাপী ও ২০১৮-১৯ সালে ২ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১২-২০১৯	৫৩,০০০	২৮,৮০০
প্রাণিসম্পদ	মহিষ উন্নয়ন প্রকল্প(২য় পর্যায়)	২০২০-২১ অর্থবছরে এই প্রকল্পের কার্যক্রম চালু হয়েছে এবং বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে মহিষ পালন বিষয়ে খামারিদের প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৯-২০ হতে ২০২৩-২৪	০০	০০
প্রাণিসম্পদ	পিপিআর রোগ নির্মূল ওক্ষুরারোগ নিয়ন্ত্রন প্রকল্প	২০২০-২১ অর্থবছরে এই প্রকল্পের কার্যক্রম চালু হয়েছে এবং বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে উপজেলায় গবাদিপশুর পিপিআর রোগ নিয়ন্ত্রন ও ক্ষুরা রোগ নির্মূল করণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্হা গ্রহণ করা হবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৯-২০ হতে ২০২২-২৩	০০	০০
প্রাণিসম্পদ	Livestock and Dairy Developme	২০২০-২১ অর্থবছরে এই প্রকল্পের কার্যক্রম চালু হয়েছে এবং বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে পরবর্তী পদক্ষেপ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৯-২০ হতে ২০২২-২৩	০০	০০
মৎস্য	ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ প্রকল্প	উপজেলার স্হানীয় মৎস্য চাষী, মৎস্য জীবি, মৎস্য ব্যবসায়ীও স্হানীয় মহিলাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রদর্শনীর মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বিকল্প আয়-বর্ধক কর্মসংস্হানের সৃষ্ঠি হবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	জুলাই ২০১৫ সাল থেকে জুন ২০২০ সাল ৫ বছর	৯.৯৬,৬০০	৭,৮৩,৬০০
মৎস্য	জলাশয় সংস্কারের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প	উপজেলার স্হানীয় মৎস্য চাষী, মৎস্য জীবি, মৎস্য ব্যবসায়ী ও স্হানীয় মহিলাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রদর্শনীর মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বিকল্প আয়-বর্ধক কর্মসংস্হানের সৃষ্ঠি হবে।একইসাথেজলাশয়ের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত হবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	জুলাই ২০১৫ সাল থেকে জুন ২০২০ সাল ৫ বছর	৫২,০০,০০০	৫৫,৩৪,০০০
সমাজসেবা	সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় বয়স্ক ভাতা বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা প্রদান কর্মসূচী	সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সরকারের একটি জনবান্ধব প্রকল্প। এর আওতায় বয়স্ক ভাতা কার্যক্রম অন্যতম। যে সমস্ত অসচ্ছল বয়স্ক ব্যক্তির বয়স ৬৫ বছর(পুরুষ) এবং ৬২ বছর(মহিলা) তারা ভাতা প্রাপ্তির যোগ্য বলে বিবেচিত । বর্তমানে এ উপজেলায় বয়স্ক ভাতাভোগীর সংখ্যা ১২,২৫০ জন। একজন ভাতাভোগী মাসিক ৫০০/-	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী	৬,৯৫,৩৪,০০০	৭,৩৫,০০,০০০

		(ছয়শত) টাকা হারে ভাতা পেয়ে থাকেন।				
সমাজসেবা		বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা কার্যক্রম একটি সময় উপযোগী হাতিয়া উপজেলার সকল ইউনিয়ন ভাতা কর্মসূচী চলমান রয়েছে। অসচ্ছল বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলাগণ এ ভাতা পেয়ে থাকেন। বর্তমানে এ উপজেলায় বয়স্ক ভাতাভোগীর সংখ্যা ৭,৩৫০ জন। একজন ভাতাভোগী মাসিক ৫০০/- (ছয়শত) টাকা হারে ভাতা পেয়ে থাকেন।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী		
সমাজসেবা		অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সামাজিক অধিকার নিশ্চিতকল্পে অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা কার্যক্রম বিশেষ ভমিকা পালন করছে। শনাক্তকৃত প্রতিবন্ধীগণ ভাতা পেয়ে থাকেন। বর্তমানে এ উপজেলায় অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীর সংখ্যা ৪,৭২৬ জন।বর্তমানে একজন ভাতাভোগী মাসিক ৭০০/-(সাতশত) টাকা হারে ভাতা পেয়ে থাকেন।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী	৩,৪৫,৭৪,৪০০ ৩,৯৬,৯৮,৪০০	
সমাজসেবা	দলিত ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান	দলিত ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে এ ভাতা কার্যক্রম বিশেষ ভমিকা পালন করে আসছে। বর্তমানে এ উপজেলায় ৪১ জন ভাতা পেয়ে থাকেন। একজন ভাতাভোগী মাসিক ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা হারে ভাতা পেয়ে থাকেন।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী	১,৪৪,০০০ ২,৪৬,০০০	
সমাজসেবা	মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতা প্রদান	মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা কার্যক্রমের আওতায় এ উপজেলায় ৩১৯(তিনশত উনিশ) জন বীর মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা পেয়ে থাকেন। একজন মুক্তিযোদ্ধা মাসিক ১০,০০০/-(দশ হাজার) টাকা হারে সম্মানী ভাতা পেয়ে থাকেন। ২০১৯-২০ অর্থবছর হতে একজনমুক্তিযোদ্ধা মাসিক ১২,০০০/-(বার হাজার) টাকা হারে সম্মানী ভাতাপাবেন।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী	৩,৮২,৮০,০০০ ৩,৮২,৮০,০০ ০	
সমাজসেবা	প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসূচী	শনাক্তকৃত প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীগণ শিক্ষা উপবৃত্তি পেয়ে থাকে। প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত এ উপজেলা মোট ১৮০ জন শিক্ষার্থী বিভিন্ন হারে উপবৃত্তি পেয়ে থাকেন।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী	১১,৪২,৪০০ ১১,৪২,৪০০	
সমাজসেবা	দলিত ও অনগ্রসর সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের	দলিত ও অনগ্রসর সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান কর্মসূচীর আওতায় এ উপজেলায় প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চতর স্তর পর্যন্ত মোট ৫১ জন শিক্ষার্থী বিভিন্ন হারে উপবৃত্তি পেয়ে থাকেন।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী	১,৭৩,৫০০ ৪,৭৮,৮০০	
সমাজসেবা	সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রদান কর্মসূচী	গরীব ও দুঃস্থ জনগনের জীবনমান উন্নয়নে বিভিন্ন নামে অভিহিত প্রকল্পের মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা হয়। যথা ঃ- পল্লী সমাজসেবা (আরএসএস) কার্যক্রম,পল্লী মাতৃকেন্দ্র ইত্যাদি।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী	৫,০০,০০০ ১৯,৫০,০০০	
সমাজসেবা	দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পূনর্বাসন কার্যক্রম	দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পূনর্বাসন কার্যক্রমের আওতায় শনাক্তকৃত প্রতিবন্ধীগণ সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ পেয়ে থাকেন। একজন প্রতিবন্ধী ৩০০০০/- টাকা পর্যন্ত ক্ষুদ্রঋণ পেয়ে থাকেন।	সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী	১০,০০০	১০,০০০
সমাজসেবা	ক্যাপিটেশন গ্রান্ট প্রাপ্ত এতিমদের খাদ্য, বস্ত্র ও চিকিৎসা সহায়তা	এ উপজেলায় সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক নিবন্ধিত মোট ০৪ টি এতিমখানায় ক্যাপিটেশন বরাদ্দ প্রদান করা হয়।	ভোটমারী, তুষভান্ডার , চন্দ্রপুর	চলমান কর্মসূচী	১১,৮৮,০০০	১১,৮৮,০০০

		ক্যাপিটেশন গ্রান্ট প্রাপ্ত একজন এতিম শিশু মাসিক ১০০০/(এক হাজার) টাকা হারে বরাদ্দ পেয়ে থাকে। এ উপজেলায় মোট ৯৯ জন এতিম শিশু ক্যাপিটেশন বরাদ্দ পেয়ে থাকে।	ও কাকিনা			
যুব উন্নয়ন	উত্তরবঙ্গের ০৭(সাত)টি জেলায় বেকার যুবদের কর্মসংস্হান ওআত্মকর্মসংস্হানের সুযোগ সৃষ্টি	উত্তরবঙ্গের ০৭(সাত) টি জেলায় বেকার যুবদের কর্মসংস্হান ও আত্মকর্মসংস্হানের সুযোগ সৃষ্টি প্রকল্প(২য়) এর মাধ্যমে এলাকার একই গ্রামের ১৮–৩৫বছরের মধ্যে যাদের বয়স সেই সমস্ত স্বল্প আয়ের বেকার যুবক ও যুবমহিলাদেরকে গ্রুপ ভিত্তিক বিভিন্ন অপ্রাতিষ্ঠানিক ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করে প্রকল্প ভিত্তিক ঋণ প্রদান করে স্বাবলম্বী/আত্মকর্মী করে গড়ে তোলা।	সকল ইউনিয়ন	২০১৮সাল থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত ৩ বছর	২,৫৮,১০০	৩,৪৫,০০০
মহিলা বিষয়ক	ভিজিডি চক্র	অত্র উপজেলার২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২১৩৬ জন দুঃস্হ, অসহায়, হত দরিদ্র, স্বামী পরিত্যাক্তা এবং বিধবা মহিলাদেরকে প্রতি মাসে মাথা পিছু ৩০ কেজি হারে খাদ্যশষ্য (চাল) বিতরণ করা হয় এবং ভিজিডি উপকারভোগীদেরকে অত্র দপ্তরের চুক্তিবদ্ধ এনজিও ছায়াপথ কর্তৃক IGA প্রশিক্ষণ প্রদানসহ প্যাকেজ সেবা প্রদান করা হয়।	সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী	২,৯৬,০০০ ৭৬৮.৯৬ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য	২,৯৬,০০০ ৭৬৮.৯৬ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য
মহিলা বিষয়ক	দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান কর্মসূচি	অত্র উপজেলার২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১৩৬০ জন দুঃস্হ, অসহায়, হত দরিদ্র, গর্ভবতী মহিলাদেরকে প্রতি মাসে মাসিক ৮০০/- টাকা হিসেবে ভাতা প্রদান করা হয় এবং উপকারভোগীদেরকে অত্র দপ্তরের চুক্তিবদ্ধ এনজিও পারিবারিক আয় উন্নয়ন সংস্হ (FIDA) কর্তৃক IGA প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।	সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী	৬৪,৮০,০০০	১,৩২,২৮,৪০০
মহিলা বিষয়ক	মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (WTC)	দর্জি বিজ্ঞান ট্রেডে বছরে ১২০ জনপ্রতি ০৩ (তিন) মাস পর পর বছরে ০৪ টি ব্যাচ	সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী	৪,৬০,০০০	৭,৮০,০০০
মহিলা বিষয়ক	উপজেলা পর্যায়ে মহিলাদের জন্য আয়বর্ধক (আইজিএ) প্রশিক্ষণ প্রকল্প	অত্র উপজেলার দুঃস্হ, অসহায়, গরীব, স্বামী পরিত্যাক্তা এবং বিধবা মহিলা , যাদের বয়স ১৮-৪৫ বছরের মধ্যে তাদেরকে ০৩ (তিন) মাস পর পর আয়বর্ধক মূলক প্রশিক্ষণ দর্জি বিজ্ঞান এবং ব্লক বাটিক ০২ টি ট্রেডে ৪০(চল্লিশ) জন প্রশিক্ষনার্থী অত্র কার্যালয়ে ভর্তি করা হয় এবং প্রশিক্ষণার্থীদেরকে প্রতি মাসে ২০০০/- টাকা হিসেবে ভাতা প্রদান সহ অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়	সকল ইউনিয়ন	জানুয়ারি ১৭- ডিসেম্বর' ১৯	৪,৬১,৬০৯	৯,৬০,০০০
মহিলা বিষয়ক	নিবন্ধনকৃতস্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতি সমূহের	সক্রিয় নিবন্ধনকৃত স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতি সমূহের বাৎসরিক অনুদানপ্রদান করা হয়।	সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী	৩.০৫,০০০	২,৭৫,০০০
মহিলা বিষয়ক	মহিলাদেও আত্মকর্মসংস্হানসৃষ্টির জন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম	প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মহিলাদের কর্মসংস্হান সৃষ্টির জন্য ০২ বছর মেয়াদি মাসিক কিস্তিতে আদায়যোগ্য ঋণ প্রদান করা হয়।	সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী	৪১,০০০	৬২,০০০
বন	বৃহত্তর রংপুর জেলা টেকসই সামাজিক	২০১৮-১৯ অর্থবছরে উপজেলার ১৮ কিমি সড়কে Street Plantation এর আওতায় বৃক্ষরোপণ করা হয় এবং ৪৪ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।	ঝিনাইগাতী উপজেলা	চলমান কর্মসূচী	৪,০০,০০০	০০০
সমবায়	আশ্রয়ন/আবাসন প্রকল্পে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান	আশ্রয়ন প্রকল্পের সুফলভোগী ১,৩৬০ জন, সুফলভোগীদের ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের মাধ্যমে আত্মকর্ম সংস্হান সৃষ্টিকরন	সকল আশ্রয়ন/ আবাসন প্রকল্পে	চলমান কর্মসূচী	৫৭,৮০,০০০	৫৭,৮০,০০০

সমবায়	সমবায় সমিতি নিবন্ধন	১৪৩ টি সমিতির মোট সদস্য সংখ্যা ৬৫৭০ জন , সমিতির সদস্যরা শেয়ার ও সঞ্চয় প্রদানের মাধ্যমে নিজেদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিকরন	ঝিনাইগাতী উপজেলা	চলমান কর্মসূচী		
সমবায়	সমবায় সমিতির বার্ষিক অডিট সম্পাদন, পরিদর্শন ও তদারকি করন	১৪৩ টি সমবায় সমিতি বার্ষিক অডিট সম্পাদন, পরিদর্শন ও তদারকি করনের মাধ্যমে সমিতির সদস্যদের প্রদানকৃত অর্থের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিতকরন।	ঝিনাইগাতী উপজেলার নিবনদ্ধিত সমিতির	চলমান কর্মসূচী		
সমবায়	ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ প্রদান	প্রত্যেক প্রশিক্ষণে ৫/৮ টি সমিতির ২৫ জন সদস্যর সমন্নয় একদিনের প্রশিক্ষণ প্রদান	ঝিনাইগাতী উপজেলার নিবনদ্ধিত সমিতির সদস্যদের	চলমান কর্মসূচী		
সমবায়	আঞ্চলিক সমবায় শিক্ষায়াতন ও কোটবাড়ী কুমিল্লায় বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণার্থী চাহিদা অনুযায়ী প্রেরণ	ঝিনাইগাতী উপজেলার নিবনদ্ধিত সমিতির সদস্যদের আঞ্চলিক সমবায় শিক্ষায়াতন ও কোটবাড়ী কুমিল্লায় বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণার্থী চাহিদা অনুযায়ী প্রেরণ করা হয়।	ঝিনাইগাতী উপজেলার নিবনদ্ধিত সমিতির সদস্যদের	চলমান কর্মসূচী		
ব্যুরো বাংলাদেশ	কৃষি অর্থায়ন কর্মসুচী	দেশে ৮৫ ভাগ লোক প্রত্যক্ষ ও পরক্ষ্য ভাবে কৃষিতে জড়িত তাদের কথা মাথায় রেখে ৪০৩ জন সদস্যর মাঝে বিভিন্ন খাতে ১ কোটি৫৫ লক্ষ টাকা ঋন সেবা প্রদান করে জীবন যাত্রার মানের পরিবর্তন ঘটানো চেষ্টা করা । খাতগুলো হলো জমি ক্রয়, জমি বন্ধকি, ধান ভূটা চাষ,ডেইরী খামার, পোল্টি খামার মাছ চাষ, কুষিতে যান্ত্রিকি করণ ইত্যাদি	ঝিনাইগাতী উপজেলা	চলমান কর্মসূচী		
ব্যুরো বাংলাদেশ	ক্ষুদ্রও মাঝারী উদ্যোগ অর্থায়ন কর্মসুচী	২৫৪ জন উদ্যেক্তার মাঝে ৩ কোটি ৪৯লক্ষ টাকা ঋন সেবা প্রদান করে তাদের নবীন উদ্যেক্তা হিসাবে প্রতিষ্টাকরা এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন ঘটানো চেষ্টা করা। নতুন ব্যবসায় উদ্যোগ গ্রহণ করা। পুরাতন ব্যবসা বৃদ্ধি করা ইত্যাদি খাত	ঝিনাইগাতী নলকুড়া			
ব্যুরো বাংলাদেশ	মানব সম্পদ উন্নয়ন কর্মসুচী	Water org এর আর্থিক সহযোগিতায় কৃষি মৎস চাষ,খামার পরিচালনা নিরাপদ পানি স্যানিটেশন এবং পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক ০২টি ব্যচে ৫৬ জনকে প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়।	ঝিনাইগাতী কাংশা			
ব্যুরো বাংলাদেশ	দুর্যোগ ব্যবস্পনা কর্মসূচী	এলাকায় ঘটে যাওয়া দুযোগের বন্যা,ঘূনিঝড়,শীত, ভূমিকম্প ইত্যাদি পরবর্তী সময়ে ক্ষতি গ্রস্ জন গোষ্টীকে পুনরায় সাবলম্ভী করে তোলার চেষ্টা করে যাচ্ছে বুরো বাংলাদেশ	ঝিনাইগাতী উপজেলা	চলমান		
ব্যুরো বাংলাদেশ	রেমিট্যান্স সেবা	ব্যাংক এশিয়া,প্রাইম ব্যাংক লিঃ,এবি ব্যাংক লিঃ এবং দি সিটি ব্যাংক লিঃ মাধ্যমে যে কোন দেশ থেকে তার প্রিয়জনদের পাটানো টাকা পিন/গোপন	ঝিনাইগাতী উপজেলা	চলমান		
আবাসন	জমি আছে ঘর নাই	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে পরিচালিত "জমি আছে ঘর নাই" প্রকল্পের আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে উপজেলার ৭৭২টি গরীব ও দুঃস্ গৃহহীন পরিবার যাদের জমি আছে ঘর নাই এদের জন্য ১ কামরা বিশিষ্ট ঘর নির্মাণ।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯		

অবকাঠামো উন্নয়ন	জেলা ও উপজেলা শহরে ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সেন্টার নির্মাণ প্রকল্প।	এই প্রকল্পের আওতায় ঝিনাইগাতী উপজেলায় একটি তিন তলা বিশিষ্ট মডেল মসজিদ ইসলামিক সেন্টার নির্মাণ কাজ চলমান আছে।				

৬. রূপকল্প

উন্নয়ন পরিকল্পনার ক্ষেত্রে রূপকল্প একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। রূপকল্প হচ্ছে উপজেলা এবং এর জনসাধারণের কাক্ষিত পরিস্থিতি বা চিত্র। উপজেলার প্রেক্ষিতে রূপকল্প হচ্ছে উপজেলা এবং এর জনসাধারণের দ্বারা স্বিকৃত কাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি বা চিত্র।এটা জনসাধারণের নিকট ব্যক্ত করা উপজেলার ভবিষ্যত চিত্র এবং উপজেলা কি করতে চায় এবং কোথায় যেতে চায়। সে কারণে এটা উদ্দীপক হিসেবে কাজ করে এবং উপজেলার ভবিষ্যত কর্মপন্হা নির্ধারণে সহায়তা করে। এই প্রেক্ষাপটে, একটি গুরুত্ব প্রশ্ন হচ্ছে, "আপনি ভবিষ্যতে আপনার উপজেলাকে কিভাবে দেখতে চান?"।

বার্ষিক পরিকল্পনা ২০২০-২১ প্রণয়নে উপজেলা পরিষদ সর্বসম্মতিক্রমে নিন্মোক্ত রূপকল্প নির্ধারণ করেছে যেখানে ৫ টি বিষয়ের উপর

গুরুত্বরোপকরেছে, যা কিনা এই উপজেলার জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যাচ্ছে। ২০২০-২১ অর্থ বছরে বার্ষিক পরিকল্পনা ২০২০-২১ প্রণয়নকালে উপজেলা পরিষদ ৪ টি খাতকে প্রাধান্য দিয়েছে।

"ঝিনাইগাতী উপজেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ ও জনগণের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণ, কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, এবং উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা তৈরির মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে জনগণের জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন।"

৭. বার্ষিক পরিকল্পনার খাতওয়ারী লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও পরিমাপযোগ্য সূচক নির্ধারণ

বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য অবশ্যই সুনির্দিষ্ট হওয়া উচিত যেটি পরিকল্পনার রূপকল্প বিবরনীর সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। উপজেলা পরিষদ তার নিজস্ব পরিস্থিতি পর্যালোচনার উপর ভিত্তি করে তার নিজস্ব লক্ষ্য নির্ধারণ করবে - যেখানে পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা কোথায় গুরুত্ব আরোপ করবে এবং আগামী পাঁচ বছর কোন্‌কোন্‌ লক্ষ্যে কাজ করবে তার বিবরণ থাকবে। উপজেলা উন্নয়নের প্রধান খাতসমূহ চিহ্নিত করবে যা রূপকল্প বাস্তবায়নে সহায়তা করবে। অংশীজনের অধিকার নিশ্চিতকল্পে পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য নির্ধারণের প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্তি এবং অংশগ্রহনমূলক হওয়া উচিত।

উপজেলা পরিষদ উপজেলার বিভিন্ন খাতের পরিস্থিতি ও আর্থ-সামাজিক তথ্য বিশ্লেষণ করে ৫টি খাতের উপর গুরুত্বারোপ করেছে এবং তা

সবচাইতে আগে প্রাধান্য পাবে বলে মনে করে। এক্ষেত্রে শিক্ষা খাতের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের বিশেষতঃ ছাত্রীদের বিদ্যালয়ে উপস্তিতি নিশ্চিত করা। এখানে উল্লেখ্য যে ২০১৬ সালের এসডিজি'র তথ্য অনুযায়ী উপজেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উপস্তিতির হার ৮০ভাগের উপর এবং মাধ্যমিক পর্যায়ে উপজেলার উপস্তিতির হার মাত্র ৬৭ শতাংশ।বিভিন্ন উৎস হতে উপজেলায় চলমান উন্নয়ন কার্যক্রম পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, শিক্ষা খাতে উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষা খাতের তুলনায় মাধ্যমিক শিক্ষা খাতে জাতীয় সরকারের কার্যক্রম কম। প্রাথমিক শিক্ষা খাতের উন্নয়নে জাতীয় সরকার অনেক বেশি বরাদ্দ প্রদান করছে। একারনে উপজেলা পরিষদ প্রাথমিক শিক্ষার পাশাপাশি মাধ্যমিক শিক্ষা খাতকে প্রাধান্য দিয়েছে।প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে উপস্তিতির হার শতভাগ অর্জন করার লক্ষ্যে উপজেলা পরিষদ যে সকল বিদ্যালয়ে উপস্তিতির হার কম সেখানে বিদ্যালয় ব্যবস্পনা কমিটির সদস্যদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অভিভাবকদের সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে । একই সাথে উপজেলা পরিষদ তার আর্থিক সক্ষমতা বিবেচনায় রেখে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন ও আসবাপত্র প্রদান, বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট সকলের প্রশিক্ষন, ছাত্রীদের মাঝে উপকরণ প্রদান ও বিদ্যালয়ে ছাত্রীবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। উপজেলা পরিষদ মনে করে এইসকল কার্যক্রম সম্পূর্ণ হলে ২০২৪ সাল নাগাদ কালীগঞ্জ উপজেলায় প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের উপস্তিতির হার শতভাগ এবং মাধ্যমিক পর্যায়ে নূন্যতম ৮০ ভাগ অর্জন সম্ভবপর হবে। স্বাস্য খাতে উপজেলা পরিষদের লক্ষ্য হলো, উপজেলা স্বাস্য কমপ্লেক্সে ও ক্লিনিকসমূহে অবকাঠামো ও উপকরণ প্রদানের মাধ্যমে রোগীদের সেবা প্রহণ নিশ্চিতকরন ও শতভাগ প্রাতিষ্ঠানিক

নরমাল ডেলিভারি অর্জনের মাধ্যমে শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার কমিয়ে জাতীয় লক্ষ্য অর্জন করা এবং উপজেলায় শতভাগ স্যানিটেশন কাভারেজ অর্জন করা। উপজেলা পরিষদের সীমিত অর্থে বৃহৎ পাকা সড়ক নির্মাণ কষ্টকর বিধায়

উপজেলা পরিষদ উপজেলার জনগণের যাতায়তের সুবিধার্থে বিভিন্ন পরিষেবাগুলোকে সংযোগকারী ছোট ছোট সড়ক, বড় সড়কের স্থায়িত্ব বৃদ্ধিতে গাইড ওয়াল ও জলাবদ্ধতা নিরসনে ড্রেন ও কার্লভাট নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে কৃষকদের প্রশিক্ষণ, উপকরণ প্রদান ও ভ্যাক্সিন ক্রয় করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বেকার যুবক ও সমাজের পিছিয়ে পরা নারীদেরকর্মসংস্থান স„ষ্টির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

ছক ৫: বার্ষিক পরিকল্পনার খাতওয়ারী লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও পরিমাপযোগ্য সূচক নির্ধারণ

ক্র:নং	বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য	খাত	ফলাফল	পরিমাপযোগ্য সূচক
	শিক্ষার্থীদের জন্য মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে বিদ্যালয়ে উপস্তিতি বৃদ্ধি করা।	শিক্ষা	২০২৩/২৪ সালের মধ্যে ৫৭ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার ৪৯ শ্রণীকক্ষের উন্নয়ন, সম্প্রসারণ, মাঠ সংস্কার, সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন করা হবে এবং প্র‡য়াজনীয় সুযোগ সুবিধাও উপকরণ প্রদান । ২০২৩/২৪ সালের মধ্যে ১০০টি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ২০০০ জোড়া বেঞ্চ প্রদান করা হবে। ২০২৩/২৪ এরসালেরমলে ৬০ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার শিক্ষকগন গণিত, ইংরেজী ও আইসিটির উপর প্রশিক্ষিত হবে। ২০২৩/২৪ সালের মধ্যে ১২ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসাতে ছাত্রীবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিতে স্যানিটেশন ও পানি সরবরাহ উন্নত করা হবে। ২০২৩/২৪ সালের মধে ২৩০ টি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে খেলাধুলার সামগ্রী বিতরণ ও উপকরণ প্রদান ২০২৩/২৪ সালের মধ্যেছাত্রীদের ঝরে পরা রোধে মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে বাল্যবিবাহ বিরোধী ৪০টি ক্যাম্পেইনের আয়োজন করা যেতে পারে। ২০২৩/২৪ সালের মধ্যে ৩০ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ব্যবস্পাপনা কমিটির সদস্যরা বিদ্যালয় ব্যবস্পাপনা বিষয়ের উপর প্রশিক্ষিত হবে। ২০২৩/২৪ সালের মধ্যে ৯০ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন মেরামত করা হবে। ২০২৩/২৪ সালের মধ্যে ১৬৪ টি বিদ্যালয়ে ডিজিটাল কনটেন্ট এ পাঠদান উপযোগী শ্রেণীকক্ষ সজ্জিতকরন ও মাল্টিমিডিয়া ৫০	২০২৩/২৪ সালের মধ্যে উপজেলার মাধ্যমিক পর্যায়ের ৬৩ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা গ্রহণের পরিবেশ উন্নত করার মাধ্যমে উপস্তিির হার ৮০ ভাগে উন্নীত করা। এসডিজি'র লক্ষ্য অনুযায়ী.২০২৩/২৪ সালের মধ্যে উপজেলার শতভাগ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিদ্যুৎ সংযোগ নিশ্চিত হবে।
			২০২৩/২৪ সালের মধ্যে উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে ঝরে পড়ার হার শুন্যে নেমে আসবে এবং উপস্তিির হার শতভাগ অর্জিত হবে।	২০২৩/২৪ সালের মধ্যে ৩০ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ব্যবস্পাপনা কমিটির সদস্যরা বিদ্যালয় ব্যবস্পাপনা বিষয়ের উপর প্রশিক্ষিত হবে।
	উপজেলার সকল জনগণের জন্য মানসম্মত	স্বাস্থ্য	২০২৩/২৪ সালের মধ্যে উপজেলা স্বাস্য কমপ্লেক্স, ইউনিয়ন	২০২৩/২৪ সালের মধ্যে ৫টি ইউনিয়ন স্বাস্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে

	স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করাবিশেষতঃ গর্ভবতী মা ও নবজাতকের মৃত্যু ঝুঁকি হ্রাস করা ও দরিদ্র জন‡গাষ্ঠীর পানিবাহিত রোগের ঝুঁকি কমানো।		স্বাস্থ্যকেন্দ্র,কমিউনিটি ক্লিনিক, ইপিআই কেন্দ্রসমূহ ও স্যাটেলাইট ক্লিনিকসমূহে চাহিদামাফিক যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন করা হবে। ২০২৩/২৪ সালের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক নরমাল ডেলিভারী করানোর বিষয়ে জনগণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৮০ টি ক্যাম্পেইনআ‡য়াজন করা হ‡ব।	নরমাল ডেলিভারী চালুর সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা হবে। মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর হার বর্তমানের চেয়ে অর্ধেক এ নেমে আসবে এবং শতভাগ প্রাতিষ্ঠানিক নরমাল ডেলিভারীঅর্জন হবে।
			২০২৩/২৪ সালের মধ্যে ৫০০০ পরিবারের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন স্থাপন ২০২৩/২৪ সালের মধ্যে ৫০০ পরিবারের জন্য নলকূপ স্থাপন করা হবে।	শতভাগ স্যানিটেশন ও নিরাপদ পানি ব্যবহারের নিশ্চিত হবে।
	স্থানীয় অবকাঠামো ও সড়ক উন্নতির মাধ্যমে পরিষেবাগুলিতে জনসাধার‡ণর প্রবেশগম্যমতা বৃদ্ধি	যোগাযোগ ভৌত অবকাঠামো	২০২৩/২৪ সালের মধ্যে ১০কিমি সংযোগকারী সড়ক এইচবিবি/সিসি করা হবে	উপজেলার ২.৫ লক্ষ মানুষের বিভিন্ন পরিষেবাগুলিতে প্রবেশগম্যমতা বৃদ্ধি সহজতর হবে।
			২০২৩/২৪ সাল নাগাদ সড়ক ও গুরুত্বপূর্ণস্থা‡নর জলাবদ্ধতা নিরসনে ২৫০০ মিটার ড্রেন নির্মাণ করা হবে।	
			২০২৩/২৪ সাল নাগাদ সড়কের স্থায়ীত্ব বৃদ্ধিতে ২৫০০ মিটার গাইড ওয়াল নির্মাণ করা হবে।	
			২০২৩/২৪ সালের মধ্যে ২৪ টি কার্লভাট নির্মাণ করা হবে।	
			২০২৩/২৪ সালের মধ্যে উপজেলার চাহিদামাফিক বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিকও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন করা হবে।	
	কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের জীবিকার উন্নয়ন।	কৃষি মৎস্য প্রানীসম্পদ	২০২৩/২৪ সালের মধ্যে অত্র উপজেলার ৪০০ জন সবজিচাষী‡ক প্রশিক্ষণ ও ও বিভিন্ন দ‡ল উপকরণ প্রদান করা হবে।	২০২৩/২৪ সালের মধ্যে সবজির উৎপাদন বর্তমানের ২৩,০০০ মেট্রিক টন হতে বেড়ে ৩০,০০০ মেট্রিক টনে উন্নীত হবে।
			২০২৩/২৪ সালের মধ্যে উপজেলার ২০০ জন মৎস্যচাষি কে প্রশিক্ষণ ও উপকরণ প্রদান করা হবে।	২০২৩/২৪ সালের মধ্যে সবজির উৎপাদন বর্তমানের ৪৪৮৫ মেট্রিক টন হতে বেড়ে ৫০০০ মেট্রিক টনে উন্নীত হবে।
			২০২৩/২৪ সালের মধ্যে উপজেলার সকল গবাদিপশুপাখিকে কৃমিনাশক ঔষধ, বিভিন্ন রোগের ভ্যাক্সিন প্রদান করা হবে।	

০৮. প্রকল্প সারসংক্ষেপ :

পরিস্থিতি বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে উপজেলা পরিষদ তাঁদের রূপকল্প, পঞ্চ বার্ষিক লক্ষ্য, এবং পরিমাপযোগ্য সূচকের সাথে প্রত্যাশিত ফলাফল নির্ধারণ করেছে ও আগামী পাঁচ বছরের কার্যক্রমের অগ্রাধিকার নির্ধারণ করেছে এই অগ্রাধিকারসমূহ উপজেলা উন্নয়ন কৌশল নির্বাচনের ভিত্তি হসেবে কাজ করবে যা পরিকল্পনা ফরম্যাট এ অন্তর্ভুক্ত হবে। এ পরিকল্পনা ফরম্যাট মধ্যমেয়াদী নীতি-নির্দেশনা যা উপজেলাকে পথে দেখায় উন্নয়নের কোন পথে সবচেয়ে কার্যকরী ও দক্ষতার সাথে রূপকল্প, পঞ্চ বার্ষিক লক্ষ্য, এবং প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জন করতে পারে। এই পরিকল্পনা ফরম্যাট পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য এবং ফলাফল অর্জনের লক্ষ্যে বার্ষিক পরিকল্পনার কোন কোন প্রকল্প, স্কিম অথবা উদ্যোগকে অর্থায়ন করতে হবে তা নির্ধারণ করেছে।

ছক ৬ ঃ উপজেলা প্রকল্প সারসংক্ষেপ

প্রকল্প বিবরণী						অবস্থান	বাস্তবায়নসূচী						বিনিয়োগ		প্রস্তাবনার উৎস্য
আইডি ট্যাগ	কর্মসূচীর নাম	বিবরণ	অভিষ্ট লক্ষ/পরিমাণ	প্রত্যাশিত উপকারভোগী পুরুষ/নারী,শিশু, প্রতিবন্ধী	খাত	অবস্থান (ইউপি)	বাস্তবায়নের বছর					বাস্তবায়নকারী সংস্থা	প্রাক্কলিত ব্যয়	তহবিলের উৎস্য	
০১	মাধ্যমিক বিদ্যালয়েরও মাদ্রাসার শ্রেণীকক্ষের উন্নয়ন, সম্প্রসারণ, মাঠ সংস্কার, সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন করা হবেএবং প্র‡য়াজনীয় উপকরণ ও সুযোগ সুবিধা প্রদান	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা।	----টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসা	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আনুমানিক ২৫০০০ শিক্ষার্থী	**শিক্ষা**	**উপজেলার** --- টি ইউনিয়ন	১	২	৩	৪	৫	উপজেলা প্রকৌশলী এবং মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা	-----লক্ষ	অন্যান্য উপজেলা তহবিল	টি ইউনিয়ন
০২	মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বেঞ্চ , আসবাবপত্র প্রদান	শ্রেণীকক্ষসমূহে ছাত্র-ছাত্রীদের বসার সমস্যা দূর হবে	১৫ টি মাধ্যমিক ও ৫০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়	----টি ইউনিয়নের ৬০০০ শিক্ষার্থী	**শিক্ষা**	**উপজেলার** --- টি ইউনিয়ন	১	২	৩	৪	৫	উপজেলা প্রকৌশলী ও পরিষদ	-----লক্ষ	এডিপি ও অন্যান্য উপজেলা তহবিল	উপজেলার --- টি ইউনিয়ন
০৩	সকল প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে খেলাধুলার সামগ্রী প্রদান	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে উপস্তিতি	২৩০টি বিদ্যালয়	উপজেলার ৫০,০০০ শিক্ষার্থী	**শিক্ষা**	**উপজেলার** --- টি ইউনিয়ন	১	২	৩	৪	৫	উপজেলা প্রাথমিক ও মাধ্যমি শিক্ষা অফিসার	-----লক্ষ	এডিপি ও অন্যান্য	উপজেলা পরিষদ
০৪	উপজেলার দরিদ্র, মেধাবী ,নারী ও প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ প্রদান।	দরিদ্র, মেধাবী ও নারী শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে আগমন নিশ্চিত হবে।	২৩০টি বিদ্যালয়	উপজেলার ৫০,০০০ শিক্ষার্থী		**উপজেলার** --- টি ইউনিয়ন	১	২	৩	৪	৫	উপজেলা প্রকৌশলী	-----লক্ষ	এডিপি ও অন্যান্য উপজেলা তহবিল	উপজেলার --- টি ইউনিয়ন
০৫	বিদ্যুতবিহীন প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে সোলার প্যানেল স্পাপন	বিদ্যালয়সমূহে ডিজিটাল কনটেন্ট ব্যবহার করে পাঠদান সম্ভব হবে।	১০ টি বিদ্যালয়	উপজেলার ১২০০ শিক্ষার্থী	**শিক্ষা**	**উপজেলার** --- টি ইউনিয়ন	১	২	৩	৪	৫	উপজেলা প্রকৌশলী	-----লক্ষ	এডিপি ও অন্যান্য উপজেলা তহবিল	উপজেলা শিক্ষা অফিসার
	প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকও ব্যবস্পাপনা কমিটির সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ।	সার্বিকভাবে বিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট সকলের দক্ষতা বৃদ্ধি	৬০ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ৩০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৬০ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ইংরেজী, গনিত, বিজ্ঞান ও আইসিটির	**শিক্ষা**	**উপজেলার** --- টি ইউনিয়ন	১	২	৩	৪	৫	উপজেলা প্রকৌশলী	-----লক্ষ	এডিপি ও অন্যান্য উপজেলা তহবিল	উপজেলা শিক্ষা অফিসার ও মাধ্যমিক শিক্ষ অফিসার

		পাবে।		শিক্ষকগন ও ৩০ টি বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণ											
	উপজেলার কলেজসমূহে আসবাবপত্র প্রদান, অবকাঠামো উন্নয়ন করা	কলেজসমূহে শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত হবে।	উপজেলার--- টি কলেজ	------শিক্ষার্থী	**শিক্ষা**	**উপজেলার** --- টি ইউনিয়ন	১	২	৩	৪	৫	উপজেলা প্রকৌশলী	-----লক্ষ	এডিপি ও অন্যান্য উপজেলা তহবিল	উপজেলা পরিষদ
	মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসাতে স্যানিটেশন ও পানি সরবরাহব্যবস্থা উন্নত করা	শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ও নিরাপদ পানি ব্যবহার নিশ্চিত করা	১২টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসাতে	------শিক্ষার্থী	**শিক্ষা**	**উপজেলার** --- টি ইউনিয়ন	১	২	৩	৪	৫	উপজেলা প্রকৌশলী	-----লক্ষ	এডিপি ও অন্যান্য উপজেলা তহবিল	উপজেলা পরিষদ
	মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের জন্য বাল্যবিবাহ বিরোধী ক্যাম্পেইন	বাল্যবিবাহের কারনে ছাত্রীদেও ঝড়ে পড়া রোধ	মাধ্যমিক বিদ্যালয়পর্যায়ে ৪০ টি ক্যাম্পেইন	মাধ্যমিক পর্যায়ে অধ্যয়নরত ৯৫০০ছাত্রী	**শিক্ষা**	**উপজেলার** --- টি ইউনিয়ন	১	২	৩	৪	৫	**উপজেলা মাধ্যমিক ও মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা**	-----লক্ষ	এডিপি ও অন্যান্য উপজেলা তহবিল	উপজেলা পরিষদ
	সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন মেরামত করন।	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা।	৯০ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২০,০০০ হাজার শিক্ষার্থী	**শিক্ষা**	**উপজেলার** --- টি ইউনিয়ন	১	২	৩	৪	৫	**উপজেলা শিক্ষা অফিসার**	-----লক্ষ	এডিপি ও অন্যান্য উপজেলা তহবিল	উপজেলা পরিষদ
	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স , উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র ও কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহে চিকিৎসা উপকরণ প্রদান ও অবকাঠামো উন্নয়ন	রোগীদের মানসম্মত সেবাপ্রাপ্তি নিশ্চিত হবে।	১টি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ৩ টিউপ স্বাস্থ্যকেন্দ্র ৩৫টি কমিউনিটি ক্লিনিক	উপজেলার ২.৫ লক্ষ অধিবাসী	**স্বাস্থ্য**	**উপজেলার** --- টি ইউনিয়ন	১	২	৩	৪	৫	**উপজেরা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা** ও উপজেলা প্রকৌশলী	-----লক্ষ	এডিপি ও অন্যান্য উপজেলা তহবিল	উপজেলা পরিষদ, **উপজেরা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা**
	ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে প্রাতিষ্ঠানিক নরমাল ডেলিভারী চালুর জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রদান।	শতভাগ প্রাতিষ্ঠানিক নরমাল ডেলিভারী নিশ্চিত করণ	৫টি ইউনিয়ন স্বাস্য ও	উপজেলার সকল	**স্বাস্থ্য**	**উপজেলার** --- টি ইউনিয়ন	১	২	৩	৪	৫	**উপজেরা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা** ও উপজেলা প্রকৌশলী	-----লক্ষ	এডিপি ও অন্যান্য উপজেলা তহবিল	উপজেলা পরিষদ, **উপজেরা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা**
	প্রাতিষ্ঠানিক নরমাল ডেলিভারী , স্বাস্য শিক্ষা বিষয়ক ক্যাম্পেইন /প্রশিক্ষণ।	মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর হার হ্রাস পাবে	---টি ক্যাম্পেইন	উপজেলার সকল গর্ভবতী মা ও নবজাতক	**স্বাস্থ্য**	**উপজেলার** --- টি ইউনিয়ন	১	২	৩	৪	৫	**উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা** ও উপজেলা	-----লক্ষ	এডিপি ও অন্যান্য উপজেলা তহবিল	উপজেলা পরিষদ, **উপজেরা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা**

												প্রকৌশলী			**কর্মকর্তা**
	দরিদ্র পরিবারের জন্য স্বাস্যসম্মত ল্যাট্রিন নির্মাণ ও বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে গণশৌচাগার নির্মাণ।	উপজেলার শতভাগ জনগণ স্বাস্যসম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহার করবে।	৩০০০ দরিদ্র পরিবার	দরিদ্র পরিবারের ১৫০০০ হাজার সদস্য	**স্বাস্থ্য**	**উপজেলার** --- টি ইউনিয়ন	১	২	৩	৪	৫	উপজেলা প্রকৌশলী	-----লক্ষ	এডিপি ও অন্যান্য উপজেলা তহবিল	উপজেলা পরিষদ, ও **ইউনিয়ন পরিষদ**
	দরিদ্র পরিবার ও প্রতিষ্ঠানে নলকূপ বিতরণ।	উপজেলার শতভাগ জনগণ নিরাপদ পানি ব্যবহার করবে।	৫০০ দরিদ্র পরিবার/ প্রতিষ্ঠান	৫০০ পরিবারের ২০০০ হাজারের অধিক সদস্য	স্বাস্য	**উপজেলার** --- টি ইউনিয়ন	১	২	৩	৪	৫	উপজেলা প্রকৌশলী	-----লক্ষ	এডিপি ও অন্যান্য উপজেলা তহবিল	উপজেলা পরিষদ, ও **ইউনিয়ন পরিষদ**
	উপজেলার বিভিন্ন সড়ক ও স্হানে ড্রেন, প্যালাসাইডিং ও কার্লভাট নির্মাণ।	জলাবদ্ধতা নিরসন হবে এবং রাস্তার স্হায়িত্ব বৃদ্ধি পাবে।	৫০০০ মিটার ড্রেন, প্যালাসাইডিং ও ২৪ টি কার্লভাট	উপজেলার ২.৫ লক্ষ অধিবাসী	যোগাযোগ	**উপজেলার** --- টি ইউনিয়ন	১	২	৩	৪	৫	উপজেলা প্রকৌশলী	-----লক্ষ	এডিপি ও অন্যান্য উপজেলা তহবিল	উপজেলা পরিষদ, ও **ইউনিয়ন পরিষদ**
	পরিসেবাগুলোতে সংযোগকারি সড়ক নির্মাণ।	পরিষেবাগুলোতে জনগণের প্রবেশগম্যতা	১০ কিমি সংযোগকারী সড়ক	উপজেলার ২.৫ লক্ষ অধিবাসী	যোগাযোগ	**উপজেলার** --- টি ইউনিয়ন	১	২	৩	৪	৫	উপজেলা প্রকৌশলী	-----লক্ষ	এডিপি ও অন্যান্য উপজেলা তহবিল	উপজেলা পরিষদ, ও **ইউনিয়ন পরিষদ**
	উপজেলার চাহিদামাফিক বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন করা	সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও দপ্তরে সেবা প্রাপ্তি সহজতর হবে।	১৫টি অবকাঠামো উন্নয়ন	উপজেলার ২.৫ লক্ষ অধিবাসী	অবকাঠামো উন্নয়ন	**উপজেলার** --- টি ইউনিয়ন	১	২	৩	৪	৫	উপজেলা প্রকৌশলী	-----লক্ষ	এডিপি ও অন্যান্য উপজেলা তহবিল	উপজেলা পরিষদ **ও বিভাগসমূহ**
	উপজেলার কৃষক, মৎস্যচাষি, ও গবাদি পশুপাখি পালনকারীদের প্রশিক্ষণ ও উপকরণ প্রদান	উপজেলায় কৃষি উৎপাদন, মৎস্য ও গবাদিপশুপাখির উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে	৭০০ কৃষক, মৎস্যচাষি, ও গবাদি পশুপাখি পালনকারী		কৃষি, মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ	**উপজেলার** --- টি ইউনিয়ন	১	২	৩	৪	৫	উপজেলা প্রকৌশলী	-----লক্ষ	এডিপি ও অন্যান্য উপজেলা তহবিল	উপজেলা পরিষদ **ও ---টি বিভাগসমূহ**
	দরিদ্র পরিবারের বেকার যুবক ও হতদরিদ্র, বিধবা, প্রতিবন্ধী, তালাক প্রাপ্ত, স্বামী পরিত্যাক্তা ,বাল্য বিয়ের শিকার	বেকার যুবক ও সমাজের সুবিধা বঞ্চিত নারীদের কর্মসংস্হানের সুযোগ সৃষ্টি	৩০০ বেকার যুবক ও ও সমাজের সুবিধা বঞ্চিত নারী	২০০০ অধিবাসী	কর্মসংস্হান	**উপজেলার** --- টি ইউনিয়ন	১	২	৩	৪	৫	উপজেলা প্রকৌশলী	-----লক্ষ	এডিপি ও অন্যান্য উপজেলা তহবিল	উপজেলা পরিষদ, পল্লী উন্নয়ন, মহিলা বিষয়ক, সমবায়, সমাজসেবা কর্মকর্তার

	নারীদেরকর্মসংস্হান স„ষ্টির ব্যবস্হা করা।	হবে।													কার্যালয়
	দুর্যোগ ব্যবস্হাপনা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদেরপ্রশিক্ষণ প্রদান	দুর্যোগপূর্ব, দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে ত্রান ব্যবস্হাপনায় সহায়তা করবে।	০৮ টি ইউনিয়নে ০৮ টি দুর্যোগ ব্যবস্হাপনা দলের সদস্যগণ	২.৫ লক্ষ অধিবাসী	দুর্যোগ ব্যবস্হাপনা	**উপজেলার** --- টি ইউনিয়ন	১	২	৩	৪	৫	উপজেলা প্রকৌশলী	-----লক্ষ	এডিপি ও অন্যান্য উপজেলা তহবিল	উপজেলা পরিষদ ওপ্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয়

৯.বার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষন এবং মূল্যায়ন

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা উপজেলার উন্নয়নে একটি মৌলিক মধ্যমেয়াদী কাঠামো প্রদান করে থাকে। উপজেলার সকল উন্নয়ন কার্যক্রম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাথে মিল রেখে বার্ষিক পরিকল্পনার অংশ হিসেবে বাস্তবায়িত হবে।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পরিবীক্ষন কর্মসূচি বার্ষিক ভিত্তিতে করা বাঞ্ছনীয়। পরিবীক্ষণ কর্মসূচির প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো অনুযায়ী উপজেলা পরিষদের উন্নয়ন কর্মসূচীর সকল কার্যক্রমে সম্পদের ব্যবহার এবং ফলাফল পরিবীক্ষন ও তদারকি পরিষদের চেয়ারম্যান এবং ভাইস-চেয়ারম্যান করবেন। উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে উপজেলা পরিষদকে সহায়তা প্রদান করা এবং তদারকি করে অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রদান করার দায়িত্ব উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা প্রকল্প সংক্রান্ত সকল প্রতিবেদন এবং পরিষদের সদস্যদের পরিদর্শন প্রতিবেদন পর্যালোচনা করবেন এবং একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন তৈরি করে উপজেলা পরিষদের সভায় উপস্পাপন করবেন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা প্রকল্প-বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্যাদির একটি লিখিত বিবরনীও সংরক্ষণ করবেন।

পরিবীক্ষণ হলো পরিকল্পনার অগ্রগতি এবং সম্পাদিত কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্যের একটি নিয়মিত সংকলন এবং বিশ্লেষণ যা পরিমাপক সূচকের মাধ্যমে পরিকল্পনার উদ্দেশ্য এবং প্রত্যাশিত ফলাফলের অগ্রগত ও অর্জন তুলে ধরে। অসামঞ্জস্যতা নিরূপণ করে থাকে। টিজিপি এর সহায়তায় ইউসিএফবিপিএলআরএম বার্ষিক ভিত্তিতে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পর্যবেক্ষণ করে থাকে। ফলাফলের উপর ভিত্তি করে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন হয়। বার্ষিক পরিকল্পনার পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন গুলির সমন্বয় করে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বাৎসরিক পর্যবেক্ষণ সম্পন্ন করতে হবে। একটি বছরের প্রকল্প এবং কার্য-প্রনালীর প্রত্যাশিত ফলাফল অনুসারে কতটুকু কাজ হয়েছে তার উপর ভিত্তি করে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বাৎসরিক পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে হবে।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বার্ষিক পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন প্রতি বছর উপজেলা পরিষদের সভায় পর্যালোচনা করতে হবে। উপজেলা পরিষদ তার দায়িত্ব এবং স্বচ্ছতার অংশ হিসেবে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বার্ষিক পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন ডিসি অফিসে পেশ করবে এবং সাথে সাথে ডিডিএলজি এর অফিসেও প্রেরণ করবে।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাঝামাঝি সময়ে (৩য় বছর), একটি মধ্যবর্তী মূল্যায়ন সম্পাদন করতে হবে যা পরিকল্পনার অগ্রগতি নির্ণয় করবে। প্রয়োজনে এই মূল্যায়নের সুপারিশের ভিত্তিতে পর্যবেক্ষনের সুপারিশের ভিত্তিতে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সংশোধনও হতে পারে। পর্যালোচনার ভিত্তিতে প্রয়োজন অনুযায়ী উপজেলা পরিষদ পরিস্থিতি বুঝার জন্য এবং সাথে সাথে ঐ সময়ে সাধারন মানুষের চাহিদা জানার জন্য পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা পুনঃবিবেচনা করার কথা ভাবতে পারে। পুনঃপর্যালোচনার ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলি থাকতে পারে তা নিন্মরূপঃ

১. বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং সম্ভাবনাসমূহ;

২. বাস্তবায়িত প্রকল্পের ফলাফল এবং সুবিধাসমূহ;

৩. অগ্রগতির বিলম্ব এবং এর কারন;

৪. স্থানীয় জনগনের পরিস্থিতি, চাহিদা এবং অগ্রাধিকারের পরিবর্তন;

৫. জরুরী প্রয়োজন, যেমন দুর্যোগ, দুর্ঘটনা এবং অন্যান্য;

৬. বর্তমান প্রয়োজনীয়তা এবং অগ্রাধিকার পূরণে স্নানীয় সম্পদের পর্যাপ্ততা; এবং

৭. নতুন অথবা নিকট ভবিষ্যতে বাস্তবায়ন করতে হবে এরূপ পরিকল্পনা, উন্নয়ন প্রকল্প, প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রকল্পসমূহ ।

উপজেলা পরিষদের সদস্যরা যদি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সংশোধনের ব্যাপারে সর্বসম্মতিক্রমে ঐক্যমতে পৌঁছায় যে সংশোধন করতে হবে, তাহলে পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নকালের অনুসৃত প্রক্রিয়া অনুযায়ী এই সংশোধন করতে হবে করতে হবে। প্রস্তাবিত সংশোধনগুলোর গুরুত্ব বিবেচনা করে এই প্রক্রিয়া সহজতর করা যেতে পারে যদিও পূর্বে অনুসৃত প্রক্রিয়া মেনে চলাই বাঞ্ছনীয়। যদি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সংশোধন আনা হয় তাহলে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং বাজেটেও সে অনুসারে সংশোধন আনতে হবে।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের শেষে একটি চূড়ান্ত মূল্যায়ন করতে হবে যার মাধ্যমে পরীক্ষা করে দেখতে হবে যে প্রত্যাশিত ফলাফল (পরিবর্তন) অর্জিত হয়েছে কিনা এবং এই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা থেকে কি শিক্ষা অর্জিত হলো যা পরবর্তি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা তৈরিতে সহায়তা করবে। চূড়ান্ত মূল্যায়ন তৃতীয় পক্ষ দিয়ে করানো উচিৎ যেখানে প্রত্যাশিত ফলাফল এবং সূচকগুলি পরিকল্পনামাফিক অর্জন করা গেছে কিনা তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায়। যদি পরিকল্পনা মাফিক অর্জন সম্ভব না হয়ে থাকে, তাহলে কোন বিষয়গুলি এর জন্য দায়ী? এতে কি শিক্ষা লাভ করা গেছে (পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা চক্রের ব্যবস্পনায় কোন বিষয়গুলি কাজ করছে আর কোনগুলি করছে না, যেমন প্রণয়ন, বাস্তবায়ন,

পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন), প্রক্রিয়া (পরিস্থিতি বিশ্লেষন, সম্পদের চিহ্নিতকরণ, অগ্রাধিকার, ইত্যাদি) এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো পরীক্ষা করে

দেখতে হবে। এইগুলি উন্নয়ন কার্যক্রম চক্রের পদ্ধতি এবং গুণগতমানের উন্নয়নে সাহায্য করবে

নং	বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য	ফলাফল	পরিমাপযোগ্য সূচক	এ পর্যন্ত অর্জন (অর্জিত অভিষ্ঠের	সম্পদ (%)
০১	গ্রামীন সমাজে অবকাঠামোগত উন্নয়ন	উন্নত জীবিকা এবং সরকারী পরিসেবায় নাগরিকদের অভিগম্যতা বৃদ্ধি	.... কি.মি. রাস্তা ....টি ব্রীজ	২০১৯: ১৫% ২০২০: ২০% ২০২১: ___% ২০২২: ___% ২০২৩: ___%	২০১৯: ১৫% ২০২০: ২২% ২০২১: ___% ২০২২: ___% ২০২৩: ___%
উ. সময়ে উল্লেখ করার মত বিষয়সমূহঃ • পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা ও বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নে বিলম্ব হওয়ায় উপজেলা পরিষদ ১ম বছরের বার্ষিক পরিকল্পনার সব প্রকল্প বাস্তবা য়ন করতে পারে নি। উপজেলা পরিষদের উচিৎ বার্ষিক পরিকল্পনার প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা। **গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণীয় বিষয়ঃ** • এডিপি'র প্রথম কিস্তি প্রাপ্তির বিলম্বের কারনেও প্রকল্পের বাস্তবায়ন বিলম্বিত হয়েছে। উপজেলা পরিষদের বছরের শুরুতে বার্ষিক পরিকল্পনার কিছু প্রকল্পের অর্থায়ন করার জন্য রাজস্ব উদ্বৃত্ত ব্যবহারের অনুমোদন দেয়া প্রয়োজন।					
০২	মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে ঝড়ে পরার হার হ্রাস করা	নিম্ন আয়ের পরিবারের সকল শিক্ষার্থীদের খাদ্য সহায়তা প্রদান করা।	.... পরিবারের .... শিক্ষার্থীদের ....খাদ্যসহায়তা	২০১৯: ১৫% ২০২০: ২০% ২০২১: ___% ২০২২: ___% ২০২৩: ___%	২০১৯: ১৫% ২০২০: ২২% ২০২১: ___% ২০২২: ___% ২০২৩: ___%
উ. সময়ে উল্লেখ করার মত বিষয়সমূহঃ • খাদ্য সহায়তা ঝড়ে পরার হার কমাতে কার্যকর হয়েছে তবে দীর্ঘমেয়াদী কর্মস,চী বজায় রাখার জন্য এতে প্রচুর সম্পদ প্রয়োজন। এই সমস্যা মোকাবেলা করার জন্য অন্য কিছু সাহায্য প্রয়োজন। **গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণীয় বিষয়ঃ** • ইউনিয়ন থেকে পাওয়া কিছু প্রকল্প প্রস্তাবের মান খারাপ ছিল। দরপত্র ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া দ্রুততর করার জন্য প্রকল্প প্রস্তাবের মান উন্নত করা প্রয়োজন। উপজেলা প্রকৌশলী কর্তৃক ইউনিয়ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রকল্প শীট তৈরির প্রশিক্ষণ প্রদানের সুপারিশ করা হচ্ছে।					
০৩					
উ. সময়ে উল্লেখ করার মত বিষয়সমূহঃ **গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণীয় বিষয়ঃ**					

১০.উপজেলা পরিষদ, ইউসিএফবিপিএলআরএম এবং টিজিপি'র সদস্যের তালিকা

অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও শানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি (ইউসিএফবিপিএল)

অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও শানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটির (ইউসিএফবিপিএলআরএম) প্রধানতম দায়িত্ব হচ্ছে উপজেলা পরিষদ ও হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের ঘনিষ্ট সহযোগিতায় উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্রের (যথাঃ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষন ও

মূল্যায়ন, রিপোর্টিং) ব্যবস্পাপনায় নেতৃত্ব দেয়া।কালীগঞ্জ উপজেলার পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০১৯-২৩ ও বার্ষিক পরিকল্পনা ২০২০-২২১ প্রণয়নে

এই কমিটি তাদের ভূমিকা পালন করেছে।

ছক ৮ঃ কালীগঞ্জ উপজেলার ইউসিএফবিপিএলআরএম কমিটির সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী

পরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ক কারিগরি দল (টিজিপি)

পঞ্চবার্ষিক ও বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে ৫ থেকে ৮ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা যেতে পারে।

যেখানে ৩ থেকে ৬ জন সদস্য হস্তান্তরিত বিভাগ থেকে এবং ১ থেকে ২ জন সদস্য এনজিও বা বেসরকারি খাত থেকে নির্বাচন করা যেতে

পারে। পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরি দল (টিজিপি) অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি ও উপজেলা পরিষদকে নিয়মিতভাবে উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্রের প্রক্রিয়া ব্যবস্থাপনায় সহযোগিতা করবে। ঝিনাইগাতী উপজেলার পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০১৯-২৩ ও বার্ষিক পরিকল্পনা ২০২০-২১ প্রণয়নে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে টিজিপি গঠন করা হয় যেখানে বাকি ৪ জন সদস্য হস্তান্তরিত বিভাগথেকে নেয়া হয়েছে।